চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উনাকোটি
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 December, 2019 ■ আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ১৪ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অবৈধ টমটম চালক ও মালিকদের ডেপুটেশন ঘিরে উত্তপ্ত ধর্মনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ ধর্মনগর/ কৈলাসহর, ৩০ ডিসেম্বর।। ডেপুটেশন প্রদানকে ঘিরে উত্তপ্ত ধর্মনগর। পুলিশের মৃদু লাঠি চার্জ, রাস্তা অবোরধ। পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী উত্তর জেলার জেলা শাসকের কাছে ই-রিক্সা চালকেরা ডেপুটেশন প্রদান করে সোমবার। এদিন সকাল থেকেই ই-রিস্কা চালকেরা বিবিআই ময়দানে জড় হতে থাকে। তারপর এক সুবিশাল মিছিল নিয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জেলাশাসক অফিস প্রাঙ্গণে মিলিত হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বি এম এসর জেলা সম্পাদক বিপ্লব দাস। ই-রিস্কা চালকদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে জানান ভারতীয় মজদুর সংঘের উত্তর জেলা সম্পাদক বিপ্লব দাস। ভারতীয় মজদুর সংঘের ১০ জনের এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশনে মিলিত হন। জেলাশাসক তাদের আশ্বস্ত করেন দাবিগুলো তিনি রাজ্য সরকারের নিকট তুলে ধরবেন।

ধর্মনগরে টমটম চালকদের ডেপুটেশন ঘিরে উত্তেজনা। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

এদিকে ডেপুটেশন চলাকালীন সময়ে ডেপুটেশনে আসা বাইরে থাকা ই-রিস্কা চালকেরা হঠাৎ-ই উত্তেজিত হয়ে হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মৃদু লাঠিচার্জ করে পুলিশ। আর তাতেই বাঁধে বিপত্তি। পুলিশের উপর ক্ষুব্দ হয়ে শতশত ই-রিস্কা চালকেরা বাইক,গাড়ি ভাঙচুর করতে শুরু করে। তারপর দেড় ঘন্টা যাবত জেলা শাসকের অফিসের সামনে চলে রাস্তা অবরোধ। বি এম এস-এর জেলা সম্পাদক বিপ্লব দাস জানান জেলা শাসক তাদের দাবি শুনে তাদের আশ্বস্ত করেছেন।

কিন্তু পুলিশ জেলাশাসক অফিসের বাইরে থাকা ই-রিস্কা চালকদের উপর লাঠি চার্জ করাতেই তারা ক্ষুব্দ হয়ে পথ অবোরধ করেছে। দীর্ঘ সময় পথ অবোরধ চলায় বিপাকে পরতে হয় সাধারন জনগনকে। প্রায় দেড় ঘন্টা যাবত পথ অবোরধ চলার পর পুলিশ ই রিস্কা চালকদের সাথে কথা বার্তার মাধ্যমে পথ অবোরধ মুক্ত করতে সক্ষম হয়। তবে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সুত্রধর, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋণ পরিশোধ করার মানসিকতা গড়ে তুলুন উন্নয়ন হবেই ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। সময়মতো ঋণ পরিশোধ করুন। ঋণগ্রহীতাদের প্রতি এই আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তিনি যোগ করেন, ঋণ নিয়ে সঠিক প্রকল্পে ব্যবহার করুন। সোমবার লেক চৌমুহনিতে তফশিলি জাতি কল্যাণ দফতর ও ত্রিপুরা তফশিলি জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির এবং ঋণ প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই আহ্বান জানিয়েছেন।

উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করার মানসিকতা থাকা একেবারেই উচিত নয়। এ ধরনের মানসিকতা থাকলে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাঁর কথায়, প্রত্যেকের মধ্যে ভালো কাজ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। কারণ যাঁরা ভালো কাজ করেন মানুষ তাঁদের সব সময় স্মরণে রাখেন। সাথে তিনি উৎসাহ দিয়ে বলেন, কাজের প্রতি যাঁদের নিষ্ঠা

রয়েছে তাঁরা অবশ্যই সাফল্য পাবেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, রাজ্যের তফশিলি জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম শুরু থেকে এখন পর্যন্ত নয়াদিল্লির ন্যাশনাল কর্পোরেশন থেকে ১৩৪ কোটি ৫২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে। এর মধ্যে ১২৭ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ১০ হাজার ২৩১ জন সুবিধাভোগীকে আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করেছে। সাথে তিনি বলেন, এসসি কর্পোরেশন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার বছরে দেশে বনাঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে তের হাজার বর্গ কিমি

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী।।

নয়াদিল্লী, ৩০ ডিসেম্বর।। বিগত চার বছরে দেশের বনাঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার বলে সোমবার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর।

এদিন প্রকাশ জাভরেকর ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ২০১৯-এর রিপোর্ট তুলে ধরে বলেন, বনাঞ্চলের বৃদ্ধিতে সব থেকে বেশি অবদান রয়েছে কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, উত্তরাখন্ড, জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচলপ্রদেশ। পাশাপাশি দেশের উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলিতে বনাঞ্চলের আয়তন কমে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

কেন্দ্রীয়মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ভারতীয় সংস্কৃতি অভিন্ন অঙ্গ হচ্ছে বন। সমাজের মধ্যেই বনাঞ্চলকে বাঁচিয়ে রাখার উদাহরণ রয়েছে। বিশনই সম্প্রদায়ের মানুষেরা বন রক্ষার জন্য সর্বদা সজাগ। পাহাড়ি অঞ্চলে পরম্পরা রয়েছে যে নিজের ঈশ্বরের জন্য একটি বন তৈরি করা। রিপোর্টের উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, গোটা বিশ্বে ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে ঘন, কমঘন, মাঝারি জঙ্গলের এক সঙ্গে বৃদ্ধি হয়েছে। জন সচেতনতার ফলে উপকূলবর্তী এবং পাহাড়ি অঞ্চলে জঙ্গলের আয়তনের বৃদ্ধি ঘটেছে। বাঁশবাগানের বৃদ্ধি নিয়ে খুশি কেন্দ্রীয়মন্ত্রী এর কৃতত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা-কেই দিয়েছে।প্যারিস পরিবেশ চুক্তির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যেখানে সিপিআইএমের অস্তিত্ব নেই সেখানে এসএফআই ভিত মজবুত করেছে ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের অর্ধশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সোমবার সুকান্ত একাডেমিতে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছাত্র ফেডারেশনের অর্ধশত বর্ষ বা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, এসএফআইয়ের যাত্রা শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় আড়াইশত নেতা জীবন উৎসর্গ করেছেন। তারা অজেয়। তাদের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মানিকবাবু বলেন, তাদের ত্যাগ ও জীবনদান ছাড়া ভারতের ছাত্র ফেডারেশন এখানে দাঁড়াতে পারতো না। সোয়া লক্ষ সদস্য নিয়ে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের

এসএফআইয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

ছাত্র ফেডারেশন যাত্রা শুরু করেছিল। বর্তমানে সংগঠনের সভ্য সংখ্যা ৪৪ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

তিনি বলেন, বহু ঘাত প্রতিঘাত এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বহু আক্রমণ প্রতিহত করে এসএফআই স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পতাকা তলে সমবেত রয়েছে। সংঘবদ্ধ থাকার বিষয়টিকে কোনওভাবেই ছোট করে দেখার কোনও কারণ নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। এসএফআই সভ্যদের উষ্ণ অভিনন্দন জানান প্রাক্তন ছাত্রনেতা মানিক সরকার।তিনি বলেন, রেলের জন্য এই রাজ্যে এসএফআইয়ের আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাণীরবাজারে প্রচুর গাঁজা সহ ৬ পাচারকারী পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে রাণীরবাজারের কড়ইবন এলাকায় প্রচুর পরিমাণ গাঁজা সহ পুলিশ ছয়জনকে আটক করেছে। জানা যায়, এসডিপিও সুমন মজুমদারের নেতৃত্বে রাণীরবাজার থানার পুলিশ এই সফল অভিযান চালায়। উদ্ধার করা গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য পাঁচলক্ষাধিক টাকা।

একটি বুলেরো গাড়ি এবং একটি ওয়াগন আর গাড়ি করে গাঁজাগুলি নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। পুলিশ যে ৬জনকে আটক করেছে তারা হলো, খোয়াইয়ের সুভাষপার্ক এলাকার মণিষ পাল, আগরতলার পূর্ব প্রতাপগড়ের অসিম লোধ। লেফুঙ্গার রাধাকৃষ্ণ পাড়ার মনু দেববর্মা, আগরতলা যোগেন্দ্র নগরের সুভম আচার্য, কবিরাজ টিলার প্রসেনজিৎ দেবনাথ এবং বড় কাঁঠালের কিশোর দেববর্মা। তাদের বিরুদ্ধে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারী অনুদান প্রাপ্ত স্কুলে শিক্ষক কর্মচারীদের হাজিরা খাতার পরিবর্তে বায়োমেট্রিক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে হাজিরা খাতার পদ্ধতির পরিবর্তন হচ্ছে। শিক্ষক এবং অশিক্ষকদের জন্য বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে হাজিরার ব্যবস্থা করতে নির্দেশিকা জারি করেছে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর।

রাজ্যে শিক্ষার হাল ফেরাতে নতুন সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষক-শিক্ষাকাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং ছাত্র - ছাত্রীদের পঠন পাঠনে আরোও দায়িত্বশীল করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। তবে, রাজ্যে সমস্ত সরকারি দপ্তরে এবং বিদ্যালয়গুলিতে কর্মসংস্কৃতি লাটে উঠেছে। কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে রাজ্য সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। এক্ষেত্রে, বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিতি খুবই প্রয়োজন, শিক্ষা দপ্তর তা অনেক আগেই অনুভব করতে পেড়েছে। কিন্তু, হাল ফেরাতে শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ কোনও পদক্ষেপ নজরে আসেনি।

স্বাভাবিক ভাবেই নতুন সরকার নতুন উদ্যম নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারে নেমেছে। আজ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা ইউ কে চামকা এক নির্দেশিকা জারি করে বলেছেন, রাজ্য সরকার সমস্ত সরকারি দপ্তরে বায়োমেট্রিক্স হাজিরা পদ্ধতি চালু করেছে। সরকারি কর্মচারীদের উপস্থিতি এবং কাজের নজরদারির উদ্দেশ্যেই এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সেই মোতাবেক শিক্ষা দপ্তরও ওই পদ্ধতি চালু করতে চাইছে। তিনি সমস্ত জেলা শিক্ষা আধিকারীকদের নির্দেশ দিয়েছেন, সমস্ত সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক এবং অশিক্ষকদের জন্য বায়োমেট্রিক্স হাজিরা পদ্ধতি চালু করতে হবে। ওই নির্দেশিকা মোতাবেক শিক্ষক এবং অশিক্ষকদের বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক্স রিপোর্টের ভিত্তিতেই বিবেচনা করা হবে।

রেলে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ ডিসেম্বর।। রেলের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। প্রত্যক্ষদর্শিরা জানায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গার নান্টু হালদার (৪২) এর যুবক রেল লাইনের পাস দিয়ে হাটছিল। হটাৎ নাকি ওর মোবাইল হাত থেকে পড়ে যায় রেল লাইনে, সে মোবাইল তুলতে যাবার সময়ই একটি রেল লাইন দিয়ে যায়। কিছুক্ষন পর দেখা যায় সে পড়ে আছে। সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাজগঞ্জ বাজারে জবরদখল ঃ বেআইনী নির্মাণ ও দোকান ভাঙল পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র মহারাজগঞ্জ বাজারে সোমবার সাতসকালে আগরতলা পুরনিগমের টাস্কফোর্স বাহিনী অভিযান চালিয়ে বেশকিছু বেআইনি নির্মাণ ও দোকানপাট ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়ে বোলডোজার দিয়ে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়।

তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশকিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ক্ষতিগ্রস্তদের বেশিরভাগই ফল ও সবজি ব্যবসায়ী। রাজধানী আগরতলা শহরকে স্মার্টসিটিতে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। শহর এলাকার বেআইনিভাবে সরকারি জায়গা দখল করে যারা ব্যবসা চালাচ্ছে তাদের দোকানপাট ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে সোমবার সাতসকালে বোলডোজার নিয়ে আগরতলা পুরনিগমের সেন্ট্রাল জোনের টাস্কফোর্স বাহিনী অভিযান চালায় মহারাজগঞ্জ বাজারে। মহারাজগঞ্জ বাজারের বেআইনি নির্মাণকারীদের আগেই নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। মৌখিকভাবেও তাদেরকে দোকানপাট সরিয়ে নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেনি জবরদখলকারী একাংশ ব্যবসায়ী।

সে কারণেই সোমবার সকালে বেআইনি জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে টাস্কফোর্স বাহিনী। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, অনেক আগে তাদের বলা হয়েছিল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ত ঘোটালা ঃ বাদল ও সুনীলকে ফের আদালতে তোলা হবে ৯ জানুয়ারি

সোমবার পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে আদালতে তোলা হয়। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী বাদল চৌধুরী এবং প্রাক্তন পূর্ত কর্তা সুনীল ভৌমিককে সোমবার আদালতে তোলা হয়। আদালত উবয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর ৯ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে।

এ-বিষয়ে স্পেশাল পিপি রতন দত্ত বলেন, ত্রিপুরার সর্ববৃহৎ ঘোটালা মামলায় আজ প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বিধায়ক বাদল চৌধুরী এবং পূর্ত দফতরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ইন-চিফ সুনীল ভৌমিককে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিচারবিভাগীয় আদালতে তোলা হয়েছিল। আদালতে বাদল চৌধুরীর আইনজীবী জামিনের আবেদন জমা দিলেও এ-নিয়ে কোনও সওয়াল করেননি। আদালত আজ দু-পক্ষের বক্তব্য শুনে আগামী ৯ জানুয়ারি পুনরায় শুনানির দিন ধার্য করেছে। তিনি বলেন, ওইদিন বাদল চৌধুরী সশরীরে হাজিরা হতে না পারলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমতলীতে যান দূর্ঘটনায় নিহত বাইক আরোহী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলার শহরতলী আমতলী বাজারে সোমবার রাতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় একজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। রাতে পাওয়া খবরে পাওয়া গেছে একটি আই-১০ বিলাসবহুল দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে একটি বাইক।

ভয়ঙ্কর গতির কারণে উল্টে যায় আই-১০ গাড়িটি। গাড়িটি উল্টে গিয়ে পড়ে আরও কয়েকটি বাইকের উপর। তাতে বেশ কয়েকটি বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় লোকজনরা ছুটে আসেন এলাকায় তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ খায়েম হয়। খবর পাঠানো দমকল বাহিনী ও পুলিশকে। দমকল বাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যায় আমতলী থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়েছে, নিহত ব্যক্তির নাম দিবাকর দাস। বয়স বিয়াল্লিশ। বাড়ি আমতলীর রামকৃষ্ণ আশ্রম সংলগ্ন বিবেকেনগর স্থানে। তার টিআর-০৭-সি-৬৯৯২ নম্বরের স্প্লেন্ডার বাইকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ছে মারাত্মকভাবে। অন্যদিকে, হুন্ডাই আই-১০ গাড়িটির নম্বর টিআর-০১ -বিএইচ-০৫৩৩। গাড়িটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দপ্তরে কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে অফিস ঘেরাও করবে সরকার ঃ খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। সরকারি দপ্তরে কর্ম-সংস্কৃতি ফেরাতে সরকারই বিরোধী দলের ভূমিকা নেবে। অফিস ঘেরাও থেকে শুরু করে অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া, সবই করবে সরকার। বর্ষশেষে ত্রিপুরার সরকারি কর্মচারীদের এইভাবেই হুঁশিয়ারি দিয়ে সতর্ক করলেন খাদ্য মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। তাঁর কড়া বার্তা, অফিসে সরকারি কর্মচারীদের গাফিলতি কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে। কারণ, উন্নয়ন কাজ ব্যহত হলে তা মেনে নেওয়া যায় না।

আজ ধলাই জেলায় দুর্গা চৌমুহনী পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিএসি-র উদ্যোগে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে খাদ্য মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব প্রচন্ড বিরক্তি প্রকাশ করেন। মূলত, সরকারি

অফিসগুলিতে কর্মা-সংস্কৃতি লাটে উঠেছে। বিষয়টি কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না, সরকার স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে বলে মনে হচ্ছে। এদিন খাদ্য মন্ত্রী বলেন, সরকারি দপ্তরগুলিতে অনেকেই সময় মতো আসেন না। দুপুর ১২টা -১টা নাগাদ অনেকে অফিস যান। শুধু তাই নয়, অনেকে একদিন অনুপস্থিত থেকে পরের দিন অফিসে গিয়ে দুই দিনের স্বাক্ষর দিয়ে দেন। সাথে তিনি যোগ করেন, সরকারি দপ্তরগুলিতে ক্রমশ ফাইল স্তুপ হচ্ছে। কিন্তু, সে-দিকে কারোর কোন নজর নেই।

তাঁর কথায়, সরকার এবং শীর্ষ আধিকারিকরা বিষয়টির নজরে না রাখলে উন্নয়ন কাজ ব্যহত হবেই। সরকারি কর্মীরা সঠিক সময়ে কাজ সমাপ্ত নো করলে ত্রিপুরার উন্নয়নে তার প্রভাব পরবেই। তাঁর সাফ কথা, আমরা যদি ওই সমস্ত বিষয় নজরে না রাখি তাহলে সরকারি সুযোগ-সুবিধা জনগনের কাছে পৌছে দেওয়া সম্ভব নয়।

তাই তিনি হুঁশিয়ারি দেন, সরকারি দপ্তরে কর্ম-সংস্কৃতি ফেরাতে সরকারই বিরোধী দলের ভূমিকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিকাঠমোগত সমস্যায় ধুকছে তেলিয়ামুড়া থানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ ডিসেম্বর ।। বাম আমলের মতোই অবস্থা বর্তমানেও। রাজ্যে ক্ষমতা বদল হলেও তেলিয়ামুড়া থানার ভেহিক্যাল গুলির অবস্থার কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। মূলত কালের বিবর্তন ঘটলেও থানার ভেহিক্যালের দৈনতা ঘুচেনি। উপরন্তু আরও খারাপ অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তেলিয়ামুড়া থানার একটি বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, থানায় একটি কমান্ডার জীপ সহ তিনটি গাড়ি থাকলেও ২টি জিপসি গাড়ি বিকল হয়ে পড়ে। এই থানারই একটি ওয়াগনার গাড়িটিও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিকল হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। গাড়ি গুলির সংস্কার নেই। অপরদিকে থানায় কয়েকটি মোটর বাইক থাকলেও নিত্যদিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৪৯ ▫ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ১৪পৌষ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বিরোধী ঐক্যের ফানুস

বিরোধী শক্তি দূর্বল হইলেই গণতন্ত্রের সর্বনাশ ঘটিতে থাকে তাহা বারবার প্রমাণিত হইয়াছে। কোনও কোনও মহল হইতে বলা হইতেছে দেশে জরুরী অবস্থার চাইতে বিভিষিকাময় পরিস্থিতি কায়েম হইয়াছে। বিজেপির অনুরক্ত, বিজেপিকে রাজ্যে ক্ষমতায় আনিতে যে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব প্রাণপাত করিয়াছেন তিনি এখন প্রকাশ্য সভামঞ্চে বর্তমান শাসনকালকে কালো দিনের সঙ্গে তুলনা করিয়া চলিয়াছেন। বিজেপির প্রতি অন্তপ্রাণ সেই সাহসী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হুঙ্কার দিয়াছেন প্রাণ থাকিতে ত্রিপুরায় এনআরসি, ক্যাব চালু হইতে দিবেন না। কিন্তু এত হুঙ্কার কি বাতাসে মিলাইয়া যাইতেছে? বিরোধী দলগুলি এমন কালো দিনের সংকেত পাইয়াও তো একে অপরের মুন্ডুপাত করিয়া চলিয়াছেন। কথায় আছে ব্যাঙ এক পাল্লায় উঠে না। দেশের বিরোধী দলগুলির অবস্থাও তথৈবচ। তাঁহারা গত লোকসভা ভোটেও এক মঞ্চে আসিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে অবশ্য বিরোধী শক্তি ঝিলিক মারে। যেমন ঝাড়খন্ডে নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে তো প্রায় সব বিরোধী দলই হাজির ছিলেন। রাঁচির মোরহাবাদী ময়দানে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা ও কংগ্রেস জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অবিজেপি শাসিত তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন বাম, কংগ্রেস, আরজেডি, ডিএমকে, জেডি(ইউ) নেতৃত্ব। ঝাড়খন্ডের নির্বাচনে বিজেপির পতন এবং আবার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন ঘটে জে এমএম-কংগ্রেস জোটের। হেমন্ত হোসেনের শপথ গ্রহণ মঞ্চটাই যে বিরোধী নেতাদের হাট বসিয়াছিল। এই রাঁচি হইতেই কি দেশব্যাপী বিরোধী ঐক্যের ডাক উঠিবে?

একথা অনেক বেশী সত্যি যে, বার বার বিরোধী ঐক্যের মঞ্চ তৈরি হইয়াছিল কিন্তু কিছু দলের সংকীর্ণতা বৃহত্তর ঐক্যকে বানচাল করিয়াছিল। গত লোকসভা নির্বাচনে একটি ঐকমঞ্চ গড়িয়া উঠিবার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল কিন্তু তাহা বানচালের মূল নায়িকাই ছিলেন পঃবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তিনি ডাক দিয়াছিলেন যে রাজ্যে যে দল শক্তিশালী সে রাজ্যে কোনও জোট নহে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস একাই লড়িবে। এই ফূর্মলা যে সঠিক নহে তাহা ভোটের ফল দেখাইয়া দিয়াছে। বিরোধী ঐক্য কিভাবে হইবে? পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কি? যিনি বিরোধী ঐক্যের জন্য সবচাইতে বেশী সোচ্চার, যিনি উঠিতে বসিতে বিজেপির মুন্ডুপাত করেন, যিনি প্রধানমন্ত্রীকে এক্সপিয়ারী প্রধানমন্ত্রী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন সেই মমতা কি তাঁহার রাজ্যে বিরোধী ঐক্যের জন্য সচেষ্ট? ৪২ এ ৪২ আসন তো পান নাই। দম্ভ অহংকার ভাঙ্গিয়া চৌচির। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কি? তৃণমূলের রাজত্বেই তো পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থান হইয়াছে। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই'র ফসল কি ইহাই? বিরোধীরাই যদি একেঅপরের মুন্ডুপাত করে তাহা হইলে ঐক্য আসিবে কোথা হইতে? ঐক্য তো অনুভূতি, আবেগ, রাজনৈতিক বাধ্য বাধকতার বিষয়। এখানে বিরোধী এক দল অপর দলের সর্বনাশে প্রতিনিয়ত কাজ করিবে সেখানে ঐক্য ঐক্য করিয়া গলা ফাটাইলেও সত্যিকারের ঐক্য নৈব নৈবচ। ১৯৭৭ সালে দুর্দান্ত প্রতাপ ইন্দিরা গান্ধীকে হঠাইতে সব বিরোধী দল কিভাবে এক ছাতার নিচে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল সেই শিক্ষা কি বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গিয়াছে? ইতিহাস হইতে শিক্ষা না নিলে বর্তমানের পথ রচনা অসম্ভব।

রাঁচিতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিরোধী দলের নেতারা হাজির হওয়ার অর্থ এই যে, তাহারা বিরোধী ঐক্য জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মাতিয়া উঠিবেন? শপথ শেষ ঐক্যের জল্পনায়ও ইতি ঘটিবে? তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে, এনআরসি ক্যাবের বিরুদ্ধে এত এত গলা ফাটাইলেই কি তাহা রদ হইয়া যাইবে? আসলে, বিরোধী দলের নেতারা জ্ঞানপাপী। সব বুঝিয়াও একেবারে অবুজের মতো কান্ড করেন। ছিন্ন ভিন্ন থাকিয়া হাহুতাস করিয়া কোনও ফায়দা আসিবে না। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বেশ কয়েকটি রাজ্য হাতছাড়া হইলেও এখনও বিজেপি সর্ব বৃহৎ ও শক্তিশালী দল। এই দলকে বেকায়দায় ফেলা যাইতে পারে কিন্তু সহজে কুপোকাৎ করা যাইবে না। ইদানিং একটি বিষয় স্পষ্ট যে, রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক দলের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। এই দলগুলির মূখ্য লক্ষ্যই থাকে আঞ্চলিক ইস্যু। এক্ষেত্রে জাতীয় ইস্যু ছাপাইয়া আঞ্চলিকতা প্রাধান্য পাইতে থাকে। আর এই ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের জয়গান কিছুটা হইলেও বাধাপ্রাপ্ত হয়। আজ লক্ষ্য করিবার বিষয় বিরোধী দলের অনৈক্য, ল্যাং মারামারিই বিজেপিকে অনেক বেশী শক্তি যুগাইতেছে। সোজা কথায় বিজেপির বাড়বাড়ন্তের জন্য দায়ী বিরোধারই। বিরোধী দলগুলির ঐক্যের নামে বালখিল্য রাজনীতি বিজেপিকে শক্তিশালী করিতেছে। রাঁচিতে শপথ অনুষ্ঠানে বিরোধী নেতারা হাজির হইয়াছেন কিন্তু ঐক্যের গান, বিজেপি বিরোধী ঐক্যতান তো লক্ষ্য করা গেল না।

সিএএ মানবিক আইন দাবি ইয়েদুরাপ্পার

বেঙ্গালুরু, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে মানবিক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা। সোমবার বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, সিএএ হচ্ছে মানবিক আইন। যে সকল সংখ্যালঘু ধর্মের কারণে বিতাড়িত হয়ে ভারতে এসেছে। তাদের পুনরায় জীবন দান করবে এই আইন। ১৩০ কোটির ভারত থেকে কাউকে বিতাড়িত হতে হবে না। কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা অযথা সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ভয় তৈরি করছে। সিএএ নিয়ে সংসদে যখন আলোচনা চলছিল তখন কেউ ভীত হয়নি। এই আইন নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেওয়া নয় দেওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে ৬০০ জনকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হওয়ার পর আইনে পরিণত হয় সংশোধনী নাগরিকত্ব আইন। এরপর থেকে নিন্দায় সরব হয় কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি মতো দলগুলি।

সিএএ সম্পর্কে অজ্ঞ রাহুল কটাক্ষ কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর

হায়দরাবাদ, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : সিএএ এবং এনআরসি নিয়ে রাহুল গান্ধীকে বিতর্কসভায় বসার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি। তাঁর দাবি বিজেপির যে কোনও সাধারণ কর্মীও বিতর্কে ওয়ানাডের সাংসদকে হারিয়ে দেবে। কারণ রাহুল সিএএ এবং এনআরসি নিয়ে কিছুই জানে না।সোমবার হায়দরাবাদ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জি কিষাণ রেড্ডি জানিয়েছেন, দেশের যে কোনও প্রান্তে সিএএ এবং এনআরসি নিয়ে বিতর্কসভায় রাহুলকে হারিয়ে দেবে বিজেপির যে কোনও সাধারণ। কারণ বিষয়টি নিয়ে একেবারেই অবগত নয়।পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ যারা হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, দাঙ্গাবাজদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সঠিক কাজ করেছে রাজ্য সরকার। উল্লেখ, সংসদের উভয়কক্ষয়ে পাশ হওয়ার পর আইনে পরিণত হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। এই আইনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে কংগ্রেস, সমাজবাদী, ডিএমকে, তৃণমূল সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি।

এন আর সি বাতিলের দাবিতে কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ

বাঁকুড়া, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : দেশ জুড়ে এন আর সি ইস্যুতে সরব কংগ্রেস। সোমবার বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসন দপ্তরের সন্নিকটে সকাল দশটা থেকে অবস্থানে সামিল হন কংগ্রেসের কর্মীরা।সেখানে নির্মিত অবস্থান মঞ্চে উপস্থিত থেকে জেলা কংগ্রেসের

ছয়ের পাতায় দেখুন

পিংপিং ডিপ্লোম্যাসি : 'মোবাইল' ডিপ্লোম্যাসি !

তুরিন বা আফরোজ

চিনের ডিপ্লোম্যাটিক কৌশল মুগ্ধ করেছে বিশ্ববাসীকে যুগে যুগে। অতীতে আমরা দেখেছি, চিনের পিংপং ডিপ্লোমাসি। এই কৌশলের ফলে স্যান্য পিংপিং বা টেবিল টেনিস খেলাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দুটি রাষ্ট্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও চিনের মধ্যকার দীর্ঘ কুড়ি বছরের বিবাদ মিটে সম্পর্কে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পিংপং ডিপ্লেম্যাসি আসলে কি? ১৯৭১ সালে চিনের চেয়ারম্যান মাও সে তুঙয়ের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে চিন সফরে করে যুক্তরাষ্ট্রের পিংপং বা টেনিস দল। পরের বছর ফিরতি আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রে যায় চিনা পিংপং বা টেবিল টেনিস দল। এর মাধ্যমে অবসান ঘটে কড়ি বছর ধরে চলা যুক্তরাষ্ট্র, চিন কূটনৈতিক দ্বন্দ্বের এবং নতুন করে দুই রাষ্ট্রের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়।

পিংপং খেলাকে কেন্দ্র করে দুই ব.াৈষ্ট্র ব. কূটনৈতিক সম্পর্কে স্বাভাবিক হয়েছিল বলে একে পিংপং ডিপ্ল্যোম্যাসি হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিগত দুই বছর ধরেই চিন বাংলাদেশে ও মিয়ানমারের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। রোহিঙ্গা ইস্যুর সমাধানের উপায় খুঁজতে বেশ কযেকবাব বাংলাদেশষ মিয়ানমার ও চিনের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়েছে। বাংলাদেশ মিয়ানমার দুই দেশেরই বন্ধু চিন। ফলে চিনের দাবি যে রোহিঙ্গাদের মতো একটি স্পর্শকাতর ইস্যুর সমাধান করে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার দুটি দেশই যেন লাভবান হয়। চিন সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা দিয়েছে যে এক্ষেত্রে কোনো দেশের সঙ্গে চিন একপেশে আচরণ করবে না।

উদ্দেশ্য মহত। কিন্তু মানেটা দাঁড়ালো কি? বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যে কোন একটি দেশ অপরাধ খরলে? চিন নিরপেক্ষ থাকবে। এটা কেমন ডিপ্লোম্যাসি বুঝলাম না। চিন যেন, বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা গণহত্যাই হোক বা বাংলাদেশ রোহিঙ্গা চাপে জর্জরিত হোক, চিনের পাহাড় কিন্তু অটল থাকবে।অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে সে পাহাড় টুটবে না।

গত ২৪ নভেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে রোহিঙ্গা বিষয়ক এক সেমিনারে বাংলাদেশে নিযুক্ত চিনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং ঠিক চিনের এরকম অবস্থানের কথাই ঘোষণা করেছেন। তবে এই সমস্যার টেকসই সমাধানে চিন তার নিজস্ব রোডম্যাপ অনুসারে কাজ করছে বলে জানান তিনি। তাহলে চিনের তৈরি রোড ম্যাপটা জানা দরকার। বাংলাদেশের। দিনের শেষে বাংলাদেশ লাখ লাখ রোহিঙ্গা নিয়ে বসবাস করছে। আর এদিক থেকে প্রাচীন কাল থেকেই চিন তার সিল্ক রোড এর জন্য খুবই বিখ্যাত। এখন কথা হোল রেসম পথেড রেশমী জালে বাংলাদেশ চিনের থেকে আসলে কি পেতে যাচ্ছে? আদৌ যা বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন, ত পাওয়া যাবে কি? গত ২৪ নভেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবের রোহিঙ্গা বিষটক সেমিনার, চিনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং আরও জানান যে, এই বছর সেপ্টেম্বর রোহিঙ্গা বিষয়ক সেমিনার, চিনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং আরও জানান যে, এইবছরে সপ্টেম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করতে যান তিনি। তিনি মনে করেন যে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে মিয়ানমার সরকরের বিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এটা বুঝতে এত সময় কেন লাগলো চিনের বুঝলাম না।মিয়ানমারের গণহত্যা হয়ে গেল আর তিনি শুধু বুঝলেন তার কারণ বিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এটা বুঝতে এত সময় কেন লাগল চিনের বুঝলাম না। মিয়ানমারের গণহত্যা হয়ে গেল আর তিনি শুধু বুঝলেন তার কারণ বিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এটা বুঝতে এত সময়কেন লাগোলচিনের বুঝলাম না। মিয়ানমারের গণহত্যা হয়ে গেল আর তিনি শুধু বুঝলেন তার কারণ বিশ্বাসের ঘাটতি। বিশ্বাসের ঘাটতি ঘটলে বুঝি মানুষকে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতনের শিকার হতে হয়। আরও মজার ব্যাপার হল চিন মায়ানমারে যেয়ে নয়,, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সূত্রে নয় বরং নিজের এক রাষ্ট্রদূত রোহিঙ্গা ক্যাম্প নয় বরং এক রাষ্ট্রদূত রোহিঙ্গা ক্যাম্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। ভাল সব কিছু নিজে পরখ করে দেখা ভাল। চিনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এর মতো পাকা জহুরি পাওয়া ভার।

তবে চিনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং রোহিঙ্গা, এবং মিয়ানমারের মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাসের ঘাটতি এবং বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মাজে রোহিঙ্গা উত্তেজনা মোকাবেলায় এক যাদুকরি ডিপ্লেম্যাটিক সমাধান দিয়েছেন, ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টু। তাহলে এবার দেখা যাক,চিনের ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টু, ফর্মূলাটি আসলে কি? গত ২৪ নভেম্বরের জাতীয় প্রেস ক্লাবের রোহিঙ্গা বিষ? সেমিনারে চিনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এই ফর্মূলা উপস্থাপন করেন। তার বয়ান অুসারে বালাদেশে আশ্রিত একটি রোহিঙ্গা পরিবার তার পরিবারের একজনে প্রতির্ধি হিসেবে নির্বাচন করবে যে কিনা মিয়ানমারে ফিরে যাবে। চিনে তাদেরকে দুটি মোবাইলফোন দেবে। একটি ওই প্রতিনিধির কাছে থাকবে আরেকটি থাকবে বালাদেশে আশ্রিত তা পরিবারের সদস্যদের ক্যাছে। মিয়ানমারে গিয়ে প্রতিনিধি স্বচক্ষে পরিস্থিতি দেখবেন রাখাইনের পরিস্থিতি ভালো ও নিরাপদ কি না তাৎক্ষণিখভাবে পরিবারের সঙ্গে ভাগাবাগি করবেন। সে অলোকে তারা দেখবে সামনে এগোবে নানা যাবে কিনা। পরিস্থি ভালো থাকলে বাংলাদেশে আশ্রিত পরিবার মিয়নমারে যা বে আর পিরিসথি খারাপ থাকলে বাংলাদেশে আশ্রিত পরিবার মিয়নমারে যাবে না। নাহ আমি অনেক গবেষণঅ করে অনক অঙ্ক কষেও এই ডিপ্লোম্যাসির লেজ মাথা খুঁজে পেলাম না। আমরা অক্ষমতার জন্য খুবই লজ্জাবোধ করছি। কিন্তু প্রশ্ন হল— ইস এতদিনআমাদের মাথায় কেন আসেনি যে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান মোবাইল ফোনে? সত্যি, এতদিন ধরে রোহিঙ্গাদের পিছনে এত খরচ না করে বাংলাদেশ সরকার মোবাইল কিনে রোহিঙ্গাদের ঘরে ঘরে পৌছে দিলে,, এতদিন তারা নিজেরাই নিজেদের ঘরে ফেরত যেতে পারত। আর আমাদের মোবাইল কোম্পানিগুলিরও ব্যবসা খারাপ হতো না। ১১ লাখ রোহিঙ্গাদের জন্য ২২ লাখ মোবাইল সেট, আমরাই কিনে দিতে পারতাম ত্রাণের টাকায়।

আচ্ছা, মোবাইলের সিম ব্যবহার হবে কোন দেশের? এক দেশের সিম নিয়ে অন্য দেশে গেলে কি নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়? অবশ্য রোমিং করে দেয়া হতে পারে।

প্রতিনিধি রাখাইনে যেয়ে দেখেলো যে পরিস্থিতি ভালো তাহলে তো কথাই নেই। পরিবারের বাকি সদস্যরা নিশ্চিন্তে সীমানা পেরিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে গেল। কিন্তু, প্রতিনিধি যদি রাখাইনে যেয়ে দেখে যে পরিস্থিতি ভালো না, তাহলে সে নিজে কি ফেরত আসতে প ারবে বাংলাদেশে? নিদেনপক্ষে ফিরতি ফোন কল করে কি সেটা জানানোর সময় পাবে? এই নিশ্চয়তা কে দেবে? আসলে চিনের এই মোবাইল ডিপ্লোম্যাসি কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে আমরা সংশয় রয়েছে। একই সাথে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন বিষয়ে চিনের সদিচ্ছা কতটুকু তা বলা মুশকিল। জাতিসংঘের মতে, আজকের পৃথিবীতে সবচেয়েনিপীড়িত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হলো মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা। বছরের পর বছর জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার নামে রোহিঙ্গাদের ওপর মায়ানমার রাষ্ট্র যে নির্মম নিপীড়ন চালিয়েআসছে, তার থেকে চোখ ফিরিয়ে বিশ্বশান্তির কথা বলা, এমনকি চিন্তা করাও নিত্যন্ত হাস্যকর। রোহিঙ্গাদের ওপর যে নির্মম নিপীড়ন চালানো হয়েছেষ তাকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। অথচ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে চিন রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়টিকে মিয়ানমারের একান্তই আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে অভিহিত করে তাদের অবস্থান ঘোষণা করেছে। গণহত্যা কবে থেকে একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় হয়ে গেল জানি না। ২০১৭ সালের ১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়ার আইন অনুষদে মায়ানমারে রোহিঙ্গা নিপীড়ন বিষয়ক অধিবেশন বসে। এই ট্রাইব্যুনাল রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়নের কারণে মায়ানমারকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেন। এতে চিনের কতটুকু গেল বা আসল, তা বোঝা গেলনা। চিন একনও তার তথাকথিত নিরপেক্ষ অবস্থানে অনড়। মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক গণ আদালতের রায় অনুযায়ী মায়ানমারের সেনা সদস্য, পুলিশ ও তাদের মদতপ্রাপ্ত জনগণ রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা মানবতাবিরোধী অপরাধ সহ নানা প্রকার ঘৃণ্য অপরাধ সংগঠন করেছে। এই গণ আদালতে বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার বিষয়ক অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানারকম তথ্য উপথ্যি, এমনকি ভুক্তভোগী রোহিঙ্গাদের পক্ষে জবানবন্দিও লিপিবদ্ধ করা হয়। আগেই বলেছি, এসব কিছুর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক গণ আদালত মায়ানমারকে দোষী সাব্যসতকরে তার রায় ঘোষণা করে। কিন্তু এসব কিছুর কোনও প্রতিকার না করে চিন এখন মোবাইল ডিপ্লোম্যাসি নিয়ে উতলা হোন কেন আমার মাথায় আসছে না।

রোহিঙ্গা সমস্যার কারণ ও বর্তমান পরিস্থিতি অনুসন্ধানে জাতিসংঘের বিশেষ দূত মিস ইয়াংঘি লি ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ২০-২৩ তাবিখে মায়ানমাব এবং বাংলাদেশের কক্সবাজাব পবিদর্শনে আসেন। পবিদর্শন শেষে, একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে মায়ানমারে যে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটে চলেছে, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এর প্রতিবেদন অনুযায়ী মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে রোহিঙ্গাদের ওপর সেখানকার সামরিক বাহিনী, পুলিশ ও তাদের মদতপ্রাপ্ত ডন্মত্ত জন্তা নির্দ্ধিধায় ব্যাপকভাবে গণধর্ষণ, শিশু হত্যা, নিষ্ঠুর শারীরিক নির্যাতন, গুম ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়ে আসছে। ইয়াংঘি লি যাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাদের বেশি ভাগই স্বচক্ষে নিজের পরিবারের সদস্যদের নিহত হতে দেখেছে। অনেকের পরিবারের সদস্যরা এ-খনও উধাও রয়েছে। শিশুদের, এমনকি যাদের বয়স আট বছর, পাঁচবছর অথবা মাত্র আটমাস, তাদেরও জবাই করে মেরে ফেলা হচ্ছে। এর প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, যে ইয়াংঘি লি তার পরিদর্শনের সময় মোট জন নারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাদের অর্ধেকেরও বেশি দাবি করে, তারা মায়ানমারে ধর্ষণ, গণধর্ষণ এবং বিভিন্ন প্রকারের যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। এর প্রতিবেদনে প্রকাশ পায় যে হাজার হাজার রোহিঙ্গারা বাড়ি ঘর, স্কুল, হাট বাজার, দোকান, মাদ্রাসা এবং মসজিদ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তাদের খাদ্যশস্য, ক্ষেতখামার ও গবাদি পশু গুলো লুঠ করা হয়েছে। রোহিঙ্গা মুসলমানদের তাদের বাসস্থান এবং দেশ থেকে জবরদস্তি বিতাড়ন করা হয়েছে। চিনের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও রোহিঙ্গা সংকটে চিন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ নয়, বরং মায়ানমারের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছে। এই যে নিরপেক্ষতার অভয়বানী চিন দিয়ে যাচ্ছে, তার পিছনে চিনের সুবিধাজনক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। মিয়ানমারের সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ যে দেশটির তা হচ্ছে চিন। তথ্য ানুযায়ী গত ৩০ বছরে মায়ানমারে চিনের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পশ্চিম দেশগুলির বিনিয়োগ মিলিয়ে এর ধারেকাছেও নেই। তাহলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো পাওয়ারের অধিকারী চিন কখনওই মায়ানমারের বিরুদ্ধে যাবে না, তা মুখে যথই নিরপেক্ষতার কথাই সে বলুক না কেন। আবার, চিনের বৈদেশিক আমদানি পণ্যের মধ্যে আছে জ্বালানি বা তেল গ্যাস। এই পণ্যগুলো যায় মালাক্কা প্রণালী দিয়ে। চিন এব্যাপারে খুবই সচেতন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যদি তাদের কোনও সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র এই প্রণালীটি অবরুদ্ধ করে দিতে পারে। এজন্যই তারা কৌশলগত কারণে সরাসরি বঙ্গোপসাগরে যাবার একটি পথ ব্যবহার করতে চায়। ইতিমধ্যেই মায়ানমারের আকিয়াব বন্দর থেকে চিনের ইউনান বা কুনমিং পর্যন্ত পাইপলাইন দিয়ে তেল গ্যাস সরবরাহ চলছে। একটা রেললাইনও করবার কথা আছে। তা ছাড়া তারা মায়ানমারে অর্থনৈতিক জোন করবে। অনেকের মতে, মালাক্কা প্রণালীকে বাইপাস করে চিনের সাপ্লাই লাইনকে খোলা রাখার জন্য যেসব দেশ চিনকে সহযোগতা করছে, তাদের পাশে দাঁড়ানোর একটা বিরাট কৌশলগত চিন্তা চিনের অবস্থান কি হবে, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে। এরই মাঝে, আন্তর্জাতিকভাবে চিন্টনের সরকার সমর্থিত গণমাধ্যম গ্লোবাল টাইমস এ সেপ্টেম্বরের সম্পাগকীয়র শিরোনাম ছিল রাখাইন সহিংসতার জন্য কি সুচি দায়ী? শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় তারা এজন্য সুচিকে দায়ী করতে চায়না, বরং মায়ানমারের পরিস্থিতি ওবাস্তবতা না বুঝে সুচির সমালোচনা করার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর কঠিন সমালোচনা করার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর কঠিন সমালোচনা করা হয়েছে। এদিকে উইঘুর মুসলিমদের নিয়েও চিন বেশসমস্যার মএধ্য আছে। মুসলিম রোহিঙ্গা নগোষ্ঠী নিয়ে সম্ভবত সে কারণে তাদের ভয়টা একটু বেশি।সবশেষে মনে রাখতে হবে চিনের স্বার্থ যদি মায়ামারের পক্ষে থাকে, তবে চিন সেদেকিই অবস্থান নেবে। কোনও কূটনৈতি বা এর কোনও সাফলইয্য তাদের বাংলাদেশের পক্ষে আনতে পারবে না। তাই চিনের এই নব্য প্রস্তাবিত মোবাইল ডিপ্লোম্যাসি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেটওয়ার্ক খঁজে পাবে না। আফসোস।

(সৌজন্যে— দৈঃ স্টেটসম্যান)

পৌষমেলা যেন থাকে পৌষমেলাতেই

স্নেহাশিস সান্যাল

যাক, অবশেষে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা অনুষ্ঠিত হ চ্ছে। গত পৌষমেলা ও বসন্তোৎসবের পর বিভিন্ন কারণে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এই দুটি শান্তিনিকেতনের মূল উৎসব ব ন্ধ করে দেয়ার কথা ভেবেছিলেন। শুধুমাত্র বৈতালিক সহ অনুষ্ঠানের মূল পর্বগুলি বজায় রেখে বাকী সবকিছু বাতিল করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। যেসব কারণের জন্য বিশ্বভারতীর এই সিদ্ধান্ত তার অন্যতম কারণ ছিল, পরিবেশ দূষণকে কেন্দ্র করে পরিবেশ আদালতের নির্দেশ। যারা প্রায় প্রতি বছরই বসন্তোৎসব এবং পৌষমেলায় শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করেন, তারা কিন্তু নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন— মেলার মাঠ ও বসন্তোৎসবে গোটা বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস এবং গোটা বোলপুর শান্তিনিকেতনের সামগ্রিক পরিবেশ কিভাবে দূষিত হয়। এছাড়াও বড় সমস্যা বহিরাগত মানুষের ভিড়। স্থানীয় বাসিন্দারা, আশ্রমিকরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন এই ভিড় এবং টোটো ও গাড়ি, বাস প্রভৃতি যানবাহনের দৌরাত্ম্যে। এব্যাপারে এই প্রবন্ধের লেখকের পৌষমেলায় তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। প্রায় গৃহবন্দি অবস্থায় প্রথম দুটি দিন কাটাতে হয়েছে। যাই হোক, এবার চারদিন পৌষমেলা চলবে বলে বিশ্বভারতী কর্তৃ পক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আলোচনাপক্ষে। সবাই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ আশ্রমিক, প্রাক্তনী ছাত্রছাত্রী, কর্মী অধ্যাপকরা, রয়েছেন ঠিক তেমনই খুশি স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পরিবহন চালকরা। সাহিত্যকথা বলতে শান্তিনিকেতনের মূল অর্থনীতিটা পর্যটকদের ওপর নির্ভর করলেও এখানকার বসন্তোৎসব ও পৌষমেলাও কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে দীর্ঘ বছর ধরে, তাই মেলাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সাজ সাজ রব। মধ্যে হয়ে গেল কলাভবনে নন্দন মেলা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এবার কলাভবনের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সারা বছর ব্যাপী চলছে নানা কর্মসূচি। কলকাতার বিড়লা একাডেমির সৌজন্যে সেখানে শুরু হয়েছে দিনকর কৌশিকের স্মরণে এক চিত্র প্রদর্শনী। প্রায় ১৭৫টির মতো ছবিও ভা স্কর্য নিয়ে এই প্রদর্শনী শুরু হয় একমাসব্যাপী দেশবিদেশ থেকে কলাভবনের প্রাক্তনীরা এসেছে তাদের কাজ নিয়ে। সত্যি এএক বিরল ব্যাপার। কলাভবনের প্রাক্তনীদের উৎসাহ বিশেষভাবে নজর কাড়ে। এবার নন্দন মেলাতেও প্রাক্তনীদের নতুন নতুন চিন্তাভাবনায় তাদের নান্দনিক দিকগুলো বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। প্রদর্শনী, নন্দনমেলা সব জায়গাতেই ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পের নিজস্ব ঐতিহ্য লক্ষ করা যায়।কলাভবনে মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর সুযোগ্য উত্তরসূরীরা ভারতীয় শিল্পের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে, যা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পৌষমেলা প্রাঙ্গণে এখনও চাঁদের হাট স্টলটি পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয়। এমন কথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই সঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বভারতীকে বিশ্ববিদ্যা তীর্থ প্রাঙ্গণের যে সূচনা করে গেছেন, তা এখানকার বর্তমান ও প্রাক্তনীদের উপস্থিতিই বিশেষভাবে প্রমাণ করে।

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বাঙালি জীবনে নানা পালাপার্বণ, উৎসব সৃষ্টি হয়েছে। আসলে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের জন্য যে অনুষ্ঠান তাই হল মেলা। এসব মেলায় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ মিলিত হয়। মিলন ঘটে একের সঙ্গে পরের। ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির। বিশ্বকে এর মধ্যে দিয়েই চেনা যায়, অনুভব করা যায়। গুরুদেবের কথায়— এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করে। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়— তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে।

এখানে একটা জিনিস কিন্তু আমাদের ভাবনায় বোধহয় আসে না, আসে না তাহলে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ ধরনের মেলার অয়োজন বিশ্বের অপর কোথাও হয় বলে জানা নেই। গুরুদেব এবং প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কিন্তু চেয়েছিলেন বিশ্বভারতী শুধুমাত্র একটি উচ্চাননে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান না হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে যেন মিলে যেতে পারে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই পৌষমেলার প্রথম সৃষ্টিকর্তা। ব্রাহ্মণধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর এখটা সময় তার মনে হয়েছিল এই দীক্ষিত ব্রাহ্মদের নিয়ে একটি মেলাও উৎসব করার।

(সৌজন্যে ঃ দৈঃ স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের পথে আটক ৩০০

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ৩০।। জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) ও নতুন নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ গোটা ভারত। রাজ্যে রাজ্যে এ নিয়ে চলছে বিক্ষোভ। তবে এ ঘটনা প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে নয়াদিল্লির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে কোনোরকম প্রভাব ফেলবে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

রোববার সমাপ্ত বিএসএফ ও বিজিবি'র এক বৈঠকে ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকার দাবি করেছেন দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ডিজিগণ। তবে বৈঠকে ভারত থেকে বাংলাদেশে অবৈধ প্রবেশের সময় সম্প্রতি ৩০০ মানুষকে আটক করার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি। এর আগে বাংলাদেশ সীমান্তে এ এই ধরনের প্রবণতা দেখা যায়নি বলেও জানিয়েছে বিজিবি।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, দিল্লিতে দুই দেশের সীমান্ত বাহিনী বিজিবি ও বিএসএফের চার দিনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে রোববার বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)'র ডিজি সাফিনুল ইসলাম জানান, ভারত থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় গত এক বছরে প্রায় ৩০০ জনকে আটক করা হয়েছে। কাগজপত্র দেখাতে না-পারলেও এদের দেওয়া তথ্য যাচাই-বাছাই করে দেখা গেছে, এরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। জীবিকার সন্ধানে বা অন্য কারণে এরা বৈধ কাগজ ছাড়াই ভারতে গিয়েছিলেন।

অন্য এক সূত্র জানায়,৩০০ জন ধরা পড়লেও কাগজপত্র ছাড়া ভারতে যাওয়া বহু মানুষ বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে ফিরে এসেছেন বলে খবর মিলেছে। আসামে এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ও তার পরেই সংসদে সিএএ পাশ হওয়ায় প্রতিবাদ-আন্দোলন শুরু হয়েছে ভারত জুড়ে। রাজধানী নয়াদিল্লিসহ বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়া এসব বিক্ষোভে ইতিমধ্যে কমপক্ষে ৩০ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, ওই আইনের মাধ্যমে নিশানা বানানো হচ্ছে মুসলিমদের।

তবে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি দলের দাবি, সরকারের ওই পদক্ষেপের কারণেই বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীরা ভারত ছাড়তে শুরু করেছেন। অনেকেই চেষ্টা করছেন পশ্চিমবঙ্গ বা উত্তর-পূর্বের সীমান্ত দিয়ে নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার। যদিও সীমান্তে সে ধরনের কোনও প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়নি বলে রোববারের বৈঠকে দাবি করেন বিজিবি-র ডিজি। একই সঙ্গে তিনি কোনো রকম পুশব্যাক করার কথাও উড়িয়ে দিয়েছেন। বৈঠকে বিজিবির ডিজি সাফিনুল বলেন,২০১৯ সালে তিনশোর কাছাকাছি বাংলাদেশি মানুষ ভারত থেকে ফেরার পরে ধরা পড়েছেন। যাদের অধিকাংশই কাজের খোঁজে বা আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে ভারতে গিয়েছিলেন। তাদের কাছে কোনও বৈধ কাগজ ছিল না।এনআরসি বা সিএএ-র ফলে সীমান্তে অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত সমস্যা বাড়তে পারে কি না, সে বিষয়ে সাফিনুল বলেন,এনআরসি ও সিএএ ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সীমান্তে অনুপ্রবেশ রুখতে দু'দেশের বাহিনী সমন্বয় রেখে কাজ করে যাচ্ছে।

চলতি মাসের গোড়ার দিকেই ভারতের রাজ্যসভা ও লোকসভায় পাস হয় বিতর্কিত নাগরিকত্ব বিল। ধর্মের ভিত্তিতে আনীত ওই বিলে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু, শিখ, জৈন, পার্সি, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সে দেশের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মুসলিম শরণার্থীদের বিষয়ে বিলে কিছু বলা হয়নি। এর অর্থ হচ্ছে, পার্শবর্তী ওই তিন দেশ থেকে আসা মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনকে ভারতের নাগরিকত্ব দেয়া হবে না। ওই বিলের সমর্থনে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে দাঁড়িয়ে, প্রতিবেশী তিন দেশ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতনের কথা বলেন।

পরে এটি আইনে পরিণত হয়। তবে এ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি বাংলাদেশ।

তবে বলছে,এ নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু না-বললেও, সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মুখে এ ধরনের মন্তব্য আদৌ ভাল ভাবে নেয়নি হাসিনা সরকার। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশকে এক বন্ধনীতে রাখাতেও ক্ষুব্ধ ঢাকা। ঘটনাচক্রে ওই বিল পাশের পরেই বাংলাদেশের দুই মন্ত্রী ভারত সফর বাতিল করেন। অস্বস্তিতে পড়ে নয়াদিল্লি। বাংলাদেশের সঙ্গে ক্ষত মেরামতিতে মুখ খুলতে হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। তার পরে পূর্বনির্ধারিত ৪৯তম বিএসএফ-বিজিবি-র ডিজি পর্যায়ের বৈঠক সুষ্ঠুভাবে উৎরে যাওয়ায় স্বস্তিতে সব পক্ষই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন মোদির বাংলাদেশ সফর নিয়ে অস্বস্তিতে আওয়ামী লীগ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ৩০।। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ যত এগিয়ে আসছে, চাপ বাড়ছে আওয়ামী লীগ শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর।আগামী ১৭ মার্চ শুরু থেকে শুরু হবে বর্ষব্যাপী উৎসব। মূল অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের পাশাপাশি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও।

ঢাকার একটি সূত্র জানায়,আওয়ামী লীগের মুক্তিযোদ্ধা প্রবীণ নেতারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন মোদির সফর নিয়ে। তাদের বক্তব্য, ইন্দিরা গান্ধী ও তার পরিবারের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বাংলাদেশের। মোদি যদি ঢাকায় এসে গান্ধী পরিবারকে রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করেন কিংবা কংগ্রেস নেতৃত্বের সমালোচনা করেন তবে তাতে অনুষ্ঠানের সুর কেটে যেতে পারে।

সূত্রটি আরও জানায়, মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও তার পরিবারকেও। আমন্ত্রিতদের তালিকায় আরও রয়েছেন প্রণব মুখার্জি, লালকৃষ্ণ আদভানি, সীতারাম ইয়েচুরিরাও। ফলে বাংলাদেশ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে নেহেরু-গান্ধী পরিবারের অবদানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার ভারতের বহুদলীয় গণতন্ত্রকেও স্বীকার করে বাংলাদেশ।

বিষয়টি মোদি সরকার কীভাবে নেবে, এখনও সেটি স্পষ্ট নয়।এমনিতেই নাগরিকত্ব তালিকা (এনআরসি) ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিস্ফোরক মন্তব্যগুলো সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঢাকার জন্য। বাংলাদেশের সঙ্গে বারবার পাকিস্তানকে একসূত্রে গাঁথা এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়নের মতো বিষয়ে ভারতের একাধিক সংসদ সদস্যের তীর্যক বক্তব্য সম্প্রতি দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে বেশ অস্বস্তি তৈরি করেছে।

এছাড়া, অমিত শাহ সম্প্রতি রাজস্থান ও দিল্লির দু'টি জনসভায় ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারীদের উইপোকার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, অনুপ্রবেশকারীরা প্রকৃত ভারতীয়দের অধিকার হরণ করছে। তাদের রসদে ভাগ বসাচ্ছে। উইপোকার মতো ভেতর থেকে ভারতকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

এদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করে ফেরত পাঠানো হবে। বাংলাদেশে ভারতের সাবেক হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ভারতের নতুন পররাষ্ট্রসচিব হওয়ায় ঢাকাকে সঠিক বার্তা দেওয়া গিয়েছে। তবে, তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা মাত্র। রাজনৈতিক নেতৃত্বের কোনও পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত বদলানোর ক্ষমতা তার নেই, এমনটাই ভারতীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন।

রেলপথের দুর্দশায় খুঁড়িয়ে চলছে বেনাপোল বন্দরের কার্যক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ৩০।। বেনাপোল স্থলবন্দরে দিয়ে রেলপথে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে এ বাণিজ্যিক কার্যক্রম। এতে ব্যবসায়ীরা মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় সরকারও বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।বেনাপোল থেকে ভারতের প্রধান বাণিজ্যিক শহর কলকাতার দূরত্ব মাত্র ৮৪ কিলোমিটার। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ার কারণে মূলত এ পথে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের প্রথম থেকে বাণিজ্যে আগ্রহ বেশি।

আমদানিকারক নুরুজ্জামান বাবু জানান, অবকাঠামোগত সমস্যা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংকীর্ণ রেলপথের পাশাপাশি রেলস্টেশনে পর্যাপ্ত ইয়ার্ড ও ইঞ্জিন না থাকায় পণ্যবাহী রেলকার্গো নিয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়া বেনাপোল স্টেশনে পণ্য খালাসের ব্যবস্থা না থাকায় ৫০ কিলোমিটার দূরে নওয়াপাড়ায় নিয়ে খালাস করতে হয়। এতে ভোগান্তির পাশাপাশি অতিরিক্ত অর্থ গুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের।পণ্যবাহী ভারতীয় রেল ওয়াগন পরিচালক উত্তম মল্লিক জানান, বেনাপোল রেলস্টেশনে পর্যাপ্ত ইয়ার্ড না থাকায় তারা মালামাল নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকতে পারেনা।

বেনাপোল আমদানি রপ্তানি সমিতির সহ-সভাপতি আমিনুল হক জানান, বাংলাদেশ রেলের অভিজ্ঞতা আছে, তারা আইসিটি পরিচালনা করছে সেখানে তাদের অগ্রাধিকার দিলে এটা এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে ভারতীয় অর্থায়নে করলে তারা এগিয়ে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হক লতা জানান, বেনাপোল স্টেশনে কন্টেইনার টার্মিনাল চালু হলে পদ্মাসেতু হয়ে ঢাকার সঙ্গে কলকাতার ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

বেনাপোল রেলস্টেশন মাস্টার শহিদুল ইসলাম জানান,বেনাপোল রেলস্টেশনে কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও অবকাঠামোগত সমস্যার সমাধানে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে। এছাড়া ইঞ্জিন ও ইর্য়াডের সমস্যা আছে। যদি ইর্য়াডের লাইন বাড়ানো থাকতো তাহলে বেশি আমদানি করা যেত।১৯৯৯ সালে বেনাপোল দিয়ে রেলপথে ভারতের সঙ্গে আমদানি বাণিজ্য শুরু হয়। গত এক বছরে এ পথে রেল কার্গোতে ভারত থেকে ১২ হাজার ৭৭০ টন পণ্য আমদানি হয়েছে।

ঢাকা সিটি নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনে রিট করবে বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ৩০।।ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোটগ্রহণ ৩০ জানুয়ারির পরিবর্তে নতুন তারিখ নির্ধারণ চেয়ে উচ্চ আদালতে রিট করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদ। আগামী ৫ বা ৬ জানুয়ারি এ রিট আবেদন করা হতে পারে।

সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুরে বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সাজন কুমার মিশ্র এ তথ্য জানিয়েছেন।নির্বাচন কমিশনের (ইসি) তফসিল অনুযায়ী, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ৩০ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার)। তবে হিন্দু পরিষদ বলছে, পঞ্জিকা অনুযায়ী ৩০ জানুয়ারি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হবে। একই দিন সিটি কর্পোরেশনের ভোটগ্রহণ ও সরস্বতী পূজা পালন করা সম্ভব নয়।দুই সিটির ভোট পরিবর্তন করার জন্য গত ২৪ ডিসেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে (সিইসি) চিঠিও দিয়েছে হিন্দু পরিষদ।

এদিকে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, সরস্বতী পূজা ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার মো. রফিকুল ইসলাম বলেন,সরকার অনুমোদিত সরস্বতী পূজা ২৯ জানুয়ারি। যদি মন্ত্রিসভা থেকে সরস্বতী পূজার দিন ২৯ থেকে পরিবর্তন করে ৩০ জানুয়ারি করা হয়, তখন আমরা কিছু করতে পারব। এটা ছাড়া কমিশন নির্বাচনের দিন পরিবর্তন করতে পারবে না।তবে হিন্দু পরিষদ বলছে,সরকারি হিসাবে নয়, পঞ্জিকা অনুযায়ী তারা ৩০ জানুয়ারি সরস্বতী পূজা উদযাপন করবে।সোমবার হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সাজন কুমার মিশ্র বলেন,নির্বাচন কমিশনসহ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আমরা এত দিন দাবি জানিয়েছি। কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাই আমরা এখন উচ্চ আদালতে যাব, রিট করব।তিনি বলেন,আমরা উচ্চ আদালতের যে বেঞ্চে রিট করব, সেগুলো এখন বন্ধ। রিট করতে জানুয়ারির ৫ কিংবা ৬ তারিখ আমরা উচ্চ আদালতে যাব।

সাজন কুমার মিশ্র আরও বলেন, আমরা ৩০ জানুয়ারি পূজা করব। ছাত্র সমাজও জানিয়েছে, তারাও ৩০ জানুয়ারিই সরস্বতী পূজা করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার্থীরাও আমাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। তারাও চাচ্ছে না, সরস্বতী পূজার দিন নির্বাচন হোক।তিনি বলেন, আমাদের সাথে ছাত্র সমাজও মনে করে, এটা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হচ্ছে। নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের জন্য তারাও দাবি জানাচ্ছে। ৩০ জানুয়ারি

ছয়ের পাতায়

দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণের রাজনীতি করছে জাতীয় পার্টি : জি এম কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ৩০।। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদের বলেছেন, জাতীয় পার্টি দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণের রাজনীতি করছে। দেশের মানুষ এখনও জাতীয় পার্টিকে আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের অন্যতম শক্তি মনে করে।

সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) রাজধানীর বনানী জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের অফিসে জাতীয় মটর শ্রমিক পার্টির নেতারা পার্টির নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের এবং মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাঁকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান। এ সময় জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান উপস্থিত নেতাকর্মীদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, দেশের মানুষ বিশ্বাস করে পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলে দেশের মানুষ ভালো ছিলেন। পল্লীবন্ধুর শাসনামলে দেশে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ ছিল। দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও মাদকের বিস্তার ছিল না। তাই দেশের মানুষ এখনও বিশ্বাস করে জাতীয় পার্টিই দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে অন্যতম শক্তি।দলকে আরও শক্তিশালী করতে এ সময় নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান।

জাতীয় পার্টি মহাসচিব ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ বলেন, জাতীয় পার্টি এখন অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী। জাতীয় পার্টি মানুষের আস্থা অর্জন করে পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নতুন বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছে।জাতীয় মটর শ্রমিক পার্টির সভাপতি মোস্তাকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার, জিয়া উদ্দিন আহমেদ বাবলু, মুজিবুল হক চুন্নু এমপি, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা এমপি, জাতীয় পার্টির নেতা গোলাম কিবরিয়া টিপু, সুনীল শুভ রায়, এস এম ফয়সল চিশতী, শফিকুল ইসলাম সেন্টু, ব্যারিস্টার দিলারা খন্দকার, অ্যাডভোকেট রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, লিয়াকত হোসেন খোকা এমপি, নাজমা আক্তার এমপি, আহসান আদেলুর রহমান এমপি, এস এম ইয়াসির, সুলতান মাহমুদ, এম এ রাজ্জাক খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

থার্টিফার্স্ট নাইট ঘিরে বিশৃঙ্খলা নয়: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ৩০।। ইংরেজি নববর্ষের প্রথম প্রহর 'থার্টিফার্স্ট নাইট' উদযাপনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ উদযাপন ঘিরে যেন কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি বা বিশৃঙ্খলা না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা তথ্য সংগ্রহ করছেন। এই উদযাপন কেন্দ্র করে কোনো ধরনের হুমকি নেই। তবে থার্টিফার্স্ট নাইটে রাস্তা বন্ধ করে বা অন্যকে কষ্ট দিয়ে যাতে কোনো অনুষ্ঠান না হয়, সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সভায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) মহাপরিচালক (ডিজি) বেনজীর আহমেদ বলেছেন, ইংরেজি বর্ষবিদায় ও নববর্ষ উপলক্ষে 'থার্টিফার্স্ট নাইট' উদযাপনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। গুজব ঠেকাতে সোস্যাল মিডিয়া মনিটরিং করা হবে। নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই।থার্টিফার্স্ট নাইটের হুমকি এনালাইসিস করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।র‍্যাব ডিজি বলেন, ইংরেজি নববর্ষ আমাদের সংস্কৃতির নয়। আমাদের সংস্কৃতি বাংলা নববর্ষ। তবে বিশ্বায়নের যুগে আমরাও এর বাইরে নয়। যে কারণে এখানেও ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন হবে। আমরা উৎসব উদযাপন করব। আনন্দ করব। তবে এই উদযাপন যেন অন্য কারও বেদনার কারণ, বিরক্তির কারণ না হয়ে যায়, সে দিকটি সবাইকে খেয়াল রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ক্র্যাবের সভাপতি আবুল খায়ের, সাধারণ সম্পাদক দীপু সারোয়ার, সহ-সভাপতি মিজান মালিক প্রমুখ।অনুষ্ঠানের শুরুতে ক্র্যাবের নিহত সদস্যদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

চলে গেলেন সাবেক হাইকমিশনার সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ৩০।। ভারতে দায়িত্বপালনকারী সদ্য সাবেক হাইকমিশনার, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সোমবার দুপুর ১১টা ৫৫ মিনিটে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেছেন।মোয়াজ্জেম আলীর জন্ম ১৯৪৪ সালে সিলেটে। ১৯৬৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএস পাস করেন। তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন এবং লাহোরের সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল অব অ্যাডভান্সড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজে পড়াশোনা করেন।সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। ওই সময় তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দেন এবং ওয়াশিংটনে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করেন।তিনি ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি ভুটান, ইরান ও ফ্রান্সে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছেন। ওয়াশিংটন, ওয়ারশ, জেদ্দার পাশাপাশি নয়াদিল্লি মিশনেও কাজ করেছেন তিনি।২০০১ সালে পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব পালনের পর অবসরে যান এই কূটনীতিক। সর্বশেষ তিনি ভারতে বাংলাদেশ দূতাবাসে হাইকমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন।

বাম জোটের পদযাত্রায় পুলিশের লাঠিচার্জ, সাকিসহ ১৫ জন হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ৩০।। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে বাম গণতান্ত্রিক জোটের কালো পতাকা নিয়ে পদযাত্রা কর্মসূচিতে বাধা দিয়েছে পুলিশ। এসময় পুলিশের সঙ্গে বাম জোটের কর্মীদের সংঘর্ষ বাধে। জোটের নেতাকর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এতে গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি এবং তিন পুলিশ সদস্যসহ অর্ধশতাধিক লোক আহত হন। তাদের মধ্যে ১৫ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুর ১টার দিকে মৎস্য ভবন মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও করতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু করেন বাম জোটের নেতাকর্মীরা তেজগাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিলেন।গত বছরের ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে এ দিনটিকে 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করছে বাম জোট। এরই অংশ হিসেবে গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টিসহ বাম জোটভুক্ত দলগুলো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচি ডেকেছিল।

ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেন, আমাদের কর্মসূচিতে পুলিশ অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। এতে আমার মাথা ফেটে গেছে। অনেকে আহত হয়েছেন। বেশ ক'জনকে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশের রমনা বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) সাজ্জাদুর রহমান বলেন, বাম জোটের নেতাকর্মীদের থামাতে পুলিশ ব্যারিকেড দেয়। তারা ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। তখন জোটের নেতাকর্মীরা পুলিশের ওপর হামলা করেন। এতে একাধিক পুলিশ সদস্য আহত হন। পরে পুলিশ বাম জোটের নেতাকর্মীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। ঘটনাস্থল থেকে পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে।ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) বাচ্চু মিয়া বলেন, আহত হয়ে ঢামেকের জরুরি বিভাগে ১৫ জন চিকিৎসা নিচ্ছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) জিয়াউর রহমান, এএসআই আবদুল মালেক ও পুলিশ সদস্য রফিকুল ইসলাম, বাম জোটের জোনায়েদ সাকি, লিপি আক্তার, আরিফ, সুমিত, সজীব, রাশেদ, তমা, উজ্জ্বল, রিমি, সাইফুল হক, নাঈম ও ইরফান।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে এক কিলোমিটার মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ৩০।। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এক কিলোমিটারের মধ্যে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।

রোববার গ্রামীণফোন, রবি, টেলিটক এবং বাংলালিংকের প্রধান নির্বাহীদের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়,বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত সীমান্ত এলাকায় নেটওয়ার্ক কাভারেজ বন্ধ রাখতে হবে। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে বলে ওই চিঠিতে জানানো হয়েছে। যোগাযোগ করা হলে বিটিআরসির সিনিয়র সহকারী পরিচালক মো. জাকির হোসেন খান জানান, দেশের স্বার্থে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্তের নেটওয়ার্ক কাভারেজ বন্ধের বিষয়টির কারিগরি প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন করেছে বিটিআরসি। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার বলেন, সরকারের একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সীমান্তে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ককটেলবাজিতে বিএনপিকে নিয়েই সন্দেহ হচ্ছে ওবায়দুল কাদেরের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা, ডিসেম্বর ৩০।। বিএনপি তাদের নিজেদের কার্যালয়ের সামনে নিজেরাই ককটেল মেরে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছে কি না- এমন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। সোমবার রাজধানীর বনানীতে সেতু ভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নিজের এমন সন্দেহের কথা জানান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।এরআগে সেতু ভবনে মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নোয়াকি।ওবায়দুল কাদের বলেন, পদ্মা সেতুতে আগামীকাল ২০তম স্প্যানে অবকাঠামো বসবে এবং এখন থেকে প্রতি মাসে তিনটি করে স্প্যান পদ্মা সেতুতে সংযুক্ত হবে। ২০২০ সালের জুলাই মাসের মধ্যে সেতুর সবগুলো স্প্যানে কাঠামো বসানোর কাজ শেষ হবে। এই লক্ষ্য পূরণ হলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া যাবে পদ্মা সেতু।এ সময় ট্যুরিজম ও চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নে জাপানকে আরও বিনিয়োগের আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের।

সমাবেশের অনুমতি না পাওয়ায় আজ বিএনপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ৩০।। পূর্বঘোষিত সমাবেশের অনুমতি না পাওয়ার প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) রাজধানীর সব থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি।

সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। এদিন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একবছর পূর্তি উপলক্ষে নয়াপল্টনে সমাবেশ করতে চেয়েছিল বিএনপি। রিজভী বলেন, বিএনপির শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দিচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। আমাদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত করতে পোশাকে-সাদা পোশাকে সকাল থেকেই দলীয় কার্যালয়ের সামনে ও আশপাশের গলিতে অবস্থান নিয়েছে পুলিশ। দেশ যেন আওয়ামী লীগের তালুকদারীতে পরিণত হয়েছে। যখন-তখন যেকোনো স্থানে সমাবেশ করতে পারে তারা। অথচ ভিন্নমতের মানুষের সে অধিকার নেই। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুস সালাম আজাদ প্রমুখ।পরে দলীয় কার্যালয়ে কালোব্যাজ ধারণ করেন তিন নেতা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফুটিয়ে না কাঁচা কি খাবেন দুধ?

কাঁচা খাওয়া ভাল নাকি ফুটিয়ে খাওয়া? এ নিয়ে বহু বিতর্কিত মন্তব্য রয়ে গিয়েছে। সরাসরি গোয়ালঘর বা খামার থেকে আসা কাঁচা দুধ না ফুটিয়ে খেতে কঠোরভাবেই নিষেধ করছেন বিশেষজ্ঞরা। এতে সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেশি। ফলে কাঁচা দুধ অবশ্যই ফুটিয়ে খেতে হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঁচা দুধে অনেকরকম রোগজীবাণু বাসা বাঁধে। সরাসরি খামার থেকে আনা দুধ খেলে সেই জীবাণু শরীরের নানা ক্ষতি করতে পারে। দুধ ফোটালে উচ্চ তাপমাত্রায় সেই সব জীবাণু মরে যায়। এখন আমরা যে প্যাকেটের দুধ কিনি, তা পাস্তুরাইজড। পানীয় জীবাণুমুক্ত এবং সংরক্ষণের পদ্ধতির নাম পাস্তুরাইজেশন। বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চ তাপমাত্রায় পাস্তরাইজেশন করা হয়। প্যাকেটের দুধও ফুটিয়ে খাওয়াই ভাল, এমনটাও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ পাস্তরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ একশ” শতাংশ ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করা সম্ভব হয় না।নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপকদের কথায়, না ফোটানো দুধে ই-কোলাই, সালমোনেল্লার মতো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধে। এই ব্যাকটেরিয়া শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমিয়ে দেয়।

বিশেষত গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে সব সময় দুধ ফুটিয়ে খেতে বলেন চিকিতকেরা।ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজির বিশেষজ্ঞেরা ”পাবমেড”-এ একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে কাঁচা দুধ তো বটেই, এমনকি পাস্তরাইজড দুধেও নানা রকম মাইক্রোব্যাকটেরিয়া জন্মায়। তাদের মধ্যে রয়েছে, সিউডোমোনাস (৬৪-৫৩.৮ শতাংশ), মাইক্রোকক্কাস (৮.২ শতাংশ), এনটারোব্যাকটর (৯.৮ থেকে ২.৬ শতাংশ), ব্যাসিলাস (৬.৬ থেকে ২.৬ শতাংশ), ফ্ল্যাভোব্যাকটর (১.৬ থেকে ১.৩ শতাংশ)।ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা জানাচ্ছেন, পাস্তরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ জীবানুমুক্ত করতে গিয়ে উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয়, ফলে দুধের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। তাই বর্তমানে, এই পদ্ধতিতে দুধ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফোটানো হয় এবং ধীরে ধীরে সেটাকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া হয়। তাই গবেষকদের মত, প্যাকেট দুধ দোকান থেকে কিনে এনে কিছু সময় হলেও সেটাকে ফোটান। যদি কোনও জীবাণু থেকেও থাকে, ফোটালে সেই সম্ভাবনা দূর হবে।

নতুন ব্যোমকেশ নতুন রহস্য

সৌগত চক্রবর্তী: আসছে নতুন ব্যোমকেশ কাহিনি ‘মগ্নমৈনাক’। এক অর্থে এই ব্যোমকেশ অঞ্জন দত্তরও। পরিচালক অবশ্য সায়ন্তন ঘোষাল। গল্প শুরুই হচ্ছে ‘স্বাধীনতা লাভের পর পনেরো বছর অতীত হইয়াছে’ এই বাক্যবন্ধ দিয়ে। আসলে এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু ধনী ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক সন্তোষ সমাদ্দার। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাগানঘেরা দোতলা বাড়ি। দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত দাপুটে ও ভারিক্কী এই নেতা সন্তোষ সমাদ্দার। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়।সন্তোষ সমাদ্দারের বাড়িতে আছেন দুই ছেলে যুগলচাঁদ ও উদয়চাঁদ। উদয়চাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুপ্রভাত দাস। এছাড়াও আছেন সন্তোষবাবুর স্ত্রী চামেলি। একসময়ের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী। কিন্তু এখন খিটখিটে, শুচিবায়ুগ্রস্ত ও সন্দেহভাজন মানুষ। তাঁর দাপটে বাড়িতে মাছ-মাংস ঢোকে না।এছাড়াও বাড়িতে আছেন তিন আশ্রিত মানুষ। চামেলির দূর সম্পর্কের বোনপো ও বোনঝি নেংটি ও চিংড়ী। আর সন্তোষবাবুর সহকারী রবিবর্মা। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন অঞ্জন দত্ত।আর একজন আছেন। গল্পে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি জনপ্রিয় গায়িকা ‘সুকুমারী’। প্রতি সপ্তাহে শনিবার সন্ধ্যের পর তাঁর বাসায় যান সন্তোষ সমাদ্দার। আর সোমবার সেই বাসা থেকেই এসে অফিস করেন। এই সুকুমারীর চরিত্রে অভিনয় করছেন গার্গী রায়চৌধুরি। বললেন, ‘গল্পে আমার চরিত্রটা ছোট কিন্তু স্ক্রিপ্টটা পড়ে চমকে গিয়েছি। চমৎকার স্ক্রিপ্ট লিখেছেন অঞ্জন দত্ত। এই স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী সুকুমারী চরিত্রটা সিনেমায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার কাছে অঞ্জন দত্ত একজন দক্ষ পরিচালকের পাশাপাশি একজন দক্ষ চিত্রনাট্যকারও। আর চমকে গেছি সায়ন্তনকে দেখে।ত্যি বলছি। আশা করা যায় সায়ন্তনের পরিচালনায় ইন্টারেস্টিং ব্যোমকেশ উপহার পাবেন দর্শকরা।’গল্পে ব্যোমকেশের ভূমিকায় নতুন সংযুক্তি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। জানালেন, ‘এর আগেও ব্যোমকেশের চরিত্রে অভিনয় ও পরিচালনার প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল এতগুলো ব্যোমকেশের পর আবার একটা ব্যোমকেশ কেন? আসলে ব্যোমকেশ এখন জাতীয় নায়কের মর্যাদা পাচ্ছে। সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন আর তারপরেই ব্যোমকেশ বক্সি! তাই ব্যোমকেশের চাহিদাও বাড়ছে। তার প্রমাণ, এখনও পর্যন্ত যে ব্যোমকেশ ছবি, ওয়েব সিরিজ বা টেলি সিরিজ হয়েছে, সবগুলোই বেশ সফল। তাই ব্যোমকেশ চরিত্রে ঢুকে পড়া।’ আর অজিতের ভূমিকায় এই ছবিতে আছেন রুদ্রনীল ঘোষ। জানালেন, ‘এর আগে অঞ্জন দত্তর ‘আদিম রিপু’তে একটা চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম আমি। অঞ্জনদার বাকি ব্যোমকেশ ছবি গুলোও দেখেছি আমি। সব ছবিতেই ব্যোমকেশ আর অজিতকে অদ্ভুত সুন্দরভাবে মিলিয়েছেন তিনি। সত্যি বলতে কি, বাকি ব্যোমকেশ কাহিনিগুলোতে অজিতকে সেইভাবে পাচ্ছিলাম না। এবার আমি অজিতের ভূমিকায়। আশা করছি অজিত আর ব্যোমকেশের রসায়ন আবার দর্শককে একটা নতুন স্বাদ এনে দেবে।’গল্পে হঠাৎ মোড় আসবে সন্তোষ সমাদ্দারের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া এক রহস্যময়ী সুন্দরী হেনা মল্লিককে নিয়ে। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন আয়ুশী তালুকদার। হঠাৎ-ই বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মারা যায় হেনা। বাড়ির অবস্থা সামাল দিতে নেংটির অনুরোধে অকুস্থলে আগমন ব্যোমকেশ ও অজিতের। তারপর?

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই ও তার প্রতিকার সম্পর্কে

ঢেঁড়শ আমাদের দেশে একটি সবজি জাতীয় ফসল ঢেঁড়শ চাষ করে বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষকরা অনেক লাভবান হচ্ছেন তবে ঢেঁড়শ চাষ করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ঢেঁড়শের ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাইয়ের আক্রমণ হয়। ঢেঁড়শের কিছুরোগবালাই ও তার প্রতিকার ঃ

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও বর্ণনা

১. উইল্ট রোগ: ক) ফিউসেরিয়াম ও অক্সিস্পোরাম এফ ভেসিনফেকটাম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়ে থাকে এই রোগ ঢেঁড়শ গাছের অনেক ক্ষতি করে থাকে। খ) এই রোগে আক্রান্ত গাছ হলদে ও বামনাকৃতির হয়ে যায়। এরপরে পাতাগুটিয়ে গাছ ঢলে পড়ে যায় এবং এরপরে গাছ মরে যায় গ) আক্রান্ত গাছের কাণ্ড অথবা শিকড় লম্বালম্বিভাবে চিরলে এক মধ্যকার রস সঞ্চালন নালীকে কালো মনে হয়। এইরোগের আক্রমণ বেশি হলে গাছের সম্পূর্ণ কাণ্ডই কালো হয়ে যায়।

২. গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ : ক) ম্যাক্রোফোমিনা ফেসেওলিনা নামক ছত্রাকের আক্রমণের ফলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। রোগাক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলার পর শিকড়গুলি বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায় খ) এই রোগে আক্রমণের ফলে মাটির সংলগ্ন গাছের গোড়া নরম হয়ে পচে যায় ।আক্রান্ত শিকড়ে এবং কাণ্ডে কালো কালো বিন্দুর মতো পিকনিডিয়া হয় গ) রোগ বিকাশের অনুকূল অবস্থায় ২-৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছ শুকিয়ে যায়।

৩. শিরা স্বচ্ছতা রোগ ঃ ক) একপ্রকার ভাইরাসের আক্রমণের ফলে এই রোগ হয়ে তাকে। এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার শিরাগুলি স্বচ্ছ হয়ে যায় খ) যদি রোগের প্রকোপ বেশি হয়তাহলে গাছের কচি পাতাগুলি হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং পাতাছোট হয় এবং গাছ খর্বাকৃতি হয়ে যায় গ) ক্ষেতের যে কোন বয়সের গাছের এই রোগ হতে পারে এই রোগের ফলে গাছ ফুল কম হয় এবং ফল ছোট ও শক্ত হয়ে যায়।

৪. পাতায় দাগ ধরা রোগ : ক) অল্টারনেরিয়া হাইবিসেসিনামনামক ছত্রাক পাতায় বিভিন্ন আয়তনের গোলাকার বাদামী ও চক্রকার দাগ সৃস্টি করে। খ) সারকোসপোরাএবেলমোসছি এই ছত্রাক পাতার নিম্নদিকে কালো গুঁড়ার আস্তরণসৃস্টি করে। এই রোগের আক্রমণ বেশি হলেপাতা মুড়িয়ে মাটিতেঢলে পড়ে। গ) ফিল্লোসটিকটা হিবিসছিনি বড় বড় দাগ উৎপন্ন করে।এর মধ্যে বড় বড় স্পোর হয়।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের প্রতিকার সম্পর্কে

১) উইল্ট রোগ: ক) এই রোগ দমনে তেমন কোন সুনির্দিস্ট পন্থা নেই। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছ লাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাকরা হয়।

২) গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ ঃ ক) এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মরশুমের শেষে ক্ষেতেরগাছ শিকড় সমেত উঠিয়ে গর্তে পুঁতে অথবা আগুনেপুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে খ) জমিতে বীজ বপন করার পূর্বে বীজ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করেনিতে হবে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের মধ্যে বীজ লাগালে রোগ কম হয়।

৩) শিরা স্বচ্ছতা রোগঃক) এই রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে মাঝে পোকা মারা কীটনাশক ছিটিয়ে দিতে হবে। তাহলে পোকা দমন হবে। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছলাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৪) পাতায় দাগ ধরা রোগ: ক) এই সকল রোগ দমনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় না। খ) ম্যানের জায়নের ক্যাপটান, ডায়থেন, রোভরাল ইত্যাদি ছত্রাকনাশক ছিটিয়ে এই রোগ দমন করা যায়।

প্রসেনজিত-জয়া দু”জনেই বলে চেষ্টা করছি, বলে না সব করে ফেলব: অতনু

আপনার মতো নামী পরিচালক বলছেন সিনেমা ছেড়ে দেব?প্রথম কথা, আমি নামী নই। আমার এক বন্ধু বিদেশ থেকে এসে বলেছিল, তুই এ রকম রাস্তায় ঘুরে বেড়াস! তোকে কেউ চিনতে পারে না?আমি বলেছিলাম, ”না” ।সত্যিই আমায় কেউ চেনে না! ভাগ্যিস! একটা কথা বলা হয় আমার সম্পর্কে, আমি ”আন্ডাররেটেড” ।আমি সেটাই থাকতে চাই। আমার রেটিং হয়ে গেলে আমি ভাবতে শুরু করব, আমি তো দারুণ! যা করব তাই দুর্ধর্ষ হবে। কাজের তাগিদ কমে যাবে। সিনেমা আর হবে না তখন! এটাই আমার স্থির বিশ্বাস। বরং প্রতিটি ছবি তৈরির ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, হবে তো?করতে পারব তো?এটাই যেন থাকে। আর সারা জীবন আমি সিনেমা করব না। আমি হয়তো লেখায় মন দেব। আমি সাংবাদিকতা পড়াই,সেটা নিয়েও থাকতে পারি। অভিনয় নিয়ে কিছু করব।গ্রাফিক্সে আমার প্রবল আগ্রহ, সে বিষয়েও কাজ করতে পারি। অনেক কিছু করার আছে আমার।আপনি তো দারুণ কাজ করেছেন! প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়-জয়া আহসান আপনার ”রবিবার” ছবির নতুন জুটি নিয়ে উন্মুখ বাংলা ছবির দর্শক!এই প্রথম ওরা একসঙ্গে। জুটিটার মধ্যে একটা ম্যাজিক আছে। আসলে প্রসেনজিত-জয়া দু”জনেই নিজেদের পালটে ফেলার একটা মস্ত বড় ক্ষমতা রাখে! আগে যা করিনি এ বার সেটা করব এই মনটা খুব শক্তিশালী ওদের। দু”জনেই ”রবিবার”-এর ওই দুটো চরিত্রে নিজেদের পুরে ফেলেছেন। এখন সিনেমার অভিনয়ে অভিনেতার অভিজ্ঞতার চেয়ে মনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে। সারা বিশ্বেই তাই। আমি কত দিন ধরে অভিনয় করছি সেই অভিজ্ঞতার চেয়ে আমি ওই চরিত্রে নিজেকে কতটা বসাচ্ছি সেটাই আসল। সেখান থেকে বেরিয়ে চরিত্র হয়ে ওঠার যে কঠিন কাজ সেটা প্রসেনজিত-জয়া ”রবিবার”-এ করে দেখিয়েছে। কাজ করতে করতে অভিনেতাদের হাসি,মজার দৃশ্য, সব এক রকম হয়ে যায়। এই গতানুগতিক অভিনয়ে নিঃসন্দেহে পারফেকশন আছে! কিন্তু সেটা একরকম! এটা তাঁদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। তাঁরা অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী! ভাবছেন, আমি এটা দারুণ পারি। কিন্তু প্রসেনজিত-জয়া তা ভাবেন না। ওঁরা ভাবেন আমরা তো পারি না!এটা প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়ও ভাবেন?একদম। এটা ওর মস্ত বড় গুণ! ও জানে একটা চরিত্র করার জন্য বড়সড় প্রস্তুতি নিতে হবে। ভাল পরিশ্রম করতে হবে। এক দিন দেখি সেটেই টেনশনে বাইরে গিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। আমার সহকারী বলছে, উনি বলছেন,আসছেন, আসছেন! প্রত্যেকটা শটের পর আমার মুখের দিকে তাকায়! ক্যামেরায় দেখে হয়তো বলল, ”চল এটা আর এক বার করি। চেষ্টা করি...””, কোনও দিন বলে না, আমি করে ফেলব! সব সময় বলবে, চেষ্টা করি! জয়াও তাই।ওই চেষ্টা করি... এই জন্যই মনে হয় এত স্পার্ক দিতে পারবে এই দুই চরিত্র!আর কী আছে ”রবিবার”-এ?একটা দিনের গল্প। দুই মানুষের পনেরো বছর পরে দেখা। পনেরো বছর আগে তাদের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই পরিণত দুই মানুষের যখন এক দিনের জন্য দেখা হয় তখন স্বভাবতই ওইটুকু সময় তাদের প্রেম তৈরি হয়ে যাবে এমনটা আশা করা ঠিক নয়। তা হলে কী হতে পারে?সেটাই বলবে ”রবিবার” ।মিউজিক একটা বড় জায়গা নিয়ে আছে এই ছবিতে। সেতারও আছে, আবার জ্যাজ। আমার তো মনে হয় দেবজ্যোতি মিশ্র-র ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ওর জীবনের অন্যতম সেরা কাজ! আর আছে মাঝবয়সীর প্রেম! যা বাংলা ছবিতে দেখান হয় না।ই যে মাঝবয়স,পরিণত মুখের কথা বলছেন। বাংলা ছবিতে কি পরিণত বয়সের আধিক্য?হ্যাঁ। কারণ সব থেকে পরিণত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এখন মাঝবয়সী। যত ক্ষণ না কোনও পরিচালকের তাগিদ আসবে অল্পবয়.সী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে কাজ করার তত ক্ষণ এই ধারা ফিরবে ইন্ডাস্ট্রিতে।ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার জায়গায় আজকের অতনু ঘোষ স্বচ্ছন্দ?না, কোনও স্বাচ্ছন্দ্য নেই। আমি বস্তাপচা বাজারি গল্প নিয়ে কাজ করি না। আর আমাদের তো বদ্ধমূল ধারণা এখনও থেকে গিয়েছে। বক্স অফিস হিট মানে ভাল ছবি। যে ছবি মানুষ দেখল না সেটা বাজে। এই অপরিণত ধ্যানধারণা! আমি কিন্তু মূল ধারার ছবিই করি। আমি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কিছু নিয়ে তো কাজ করছি না। এমন বিষয় বাছছি যা চিরাচরিত হয়েও প্রচলিত নয়। এই নিয়ে চেষ্টা করেছি। সিনেমার ফর্ম নিয়ে তো বিরাট কিছু করিনি। তাই বিকল্প ধারার পরিচালক নই আমি।আপনি এমন পরিচালক যিনি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে খুব যুক্ত নন...নাহনই। পার্টিতে যাই না তো আমি। তবে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কেউ ছবি করলে, ভাল লাগলে লিখি সেটা নিয়ে। কেউ ভাবে হয়তো আমি দল পাকাচ্ছি। সেটা নয়। এই বোধ থেকেই তো এগারো বছরে আটটা ছবি হয়েছে। যথেষ্ট মনে হয় আমার। বললাম যে, চিরকাল সিনেমা করব না। আর আমি সেলিব্রিটিও নই। এখন যাঁদের মানুষ চেনেন, মানে মুখ চেনেন তাঁরাই সেলিব্রিটি! তাঁর কাজ ততটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়!

গাড়ি চালকের বিয়েতে সপরিবারে হাজির রবিনা ট্যান্ডন, প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন নেটিজেনরা

গাড়ি চালকের বিয়েতে হাজির হলেন রবিনা ট্যান্ডন। স্বামী অনিল থাডানি এবং মেয়ে রাসাকে নিয়ে গাড়ি চালকের বিয়েতে হাজির হন বলিউড অভিনেত্রী। গোলাপি রঙের আনারকলিতে সেজে গাড়ি চালকের বিয়েতে হাজির হন রবিনা। অন্যদিকে অভিনেত্রী-কন্যা সেজেছিলেন হালকা সবুজ রঙের লেহঙায়। গোটা পরিবারের সঙ্গে যখন গাড়ি চালকের বিয়ের অনুষ্ঠানে রবিনা ট্যান্ডন হাজির হন, তখন ঝলসে উঠতে শুরু করে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ।দেখুন সেই ছবি...গাড়ি চালকের বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার আগে নিয়ম মেনে শ্যুটিং সেরে ফেলেন রবিনা। শুটিং ফ্লোরে হাজির হওয়ার আগে মেকআপ রুমের সেই ছবি নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে শেয়ার করেন রবিনা ট্যান্ডন। যেখানে লাল রঙের শাড়িতে হাজির হয়ে সেজেগুজে হাজির হন রবিনা ট্যান্ডন।সম্প্রতি নাচ বলিয়ে-তে বিচারকের আসনে দেখা যায় রবিনাকে। এবারের সিজনে প্রিন্স নরুলা এবং যুবিকা চৌধুরিকে নাচ বলিয়ে-তে জয়ী ঘোষণা করেন রবিনা ট্যান্ডনরা। চলতি বছর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয়বারের জন্য দিদা হন রবিনা ট্যান্ডন। সেপ্টেম্বরে তাঁর দত্তক সন্তান ছায়া জন্ম দেন তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের। ওই সময় মঙ্গল কামনার জন্য গোটা পরিবার একসঙ্গে হাজির হয়ে পুজো অর্চনা শুরু করে দেয়।ব্যবসায়ী অনিল থাডানি এবং রবিনা ট্যান্ডনের দুই সন্তান। রাসা এবং রণবীর। তবে ছায়া এবং পূজা নামে তাঁদের দুই দত্তক সন্তানও রয়েছেন। জানা যায়, তুতো বোনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই মেয়ে ছায়া এবং পূজাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন রবিনা। পরে সমস্ত নিয়ম মেনে ওই দুজনকে দত্তকও নেন রবিনা ট্যান্ডন।

তিনটি জনপ্রিয় মাসাজ ট্রিটমেন্ট

১. ডিপ টিস্যু মাসাজ- পেশিকে আরাম দেওয়া, প্রেশার পয়েন্ট অনুযায়ী চাপ দিয়ে মালিশ করে ব্যথার উপশম করাই ডিপ টিস্যু মাসাজের প্রধান কাজ।।সাধারণত পিঠ, ঘাড়, পায়ের পেশির উপর চাপ দিয়ে এক থেকে দেড়ঘন্টা সময় নিয়ে এই মাসাজ করা হয়।।লোয়ার ব্যাক পেন,জয়েন্ট পেন, শোওয়ার ভঙ্গিতে সমস্যা, স্পন্ডিলাইটিসের রোগীদের ক্ষেত্রে এই মাসাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।।২. হট স্টোন মাসাজ- তপ্ত, মসৃণ, গোলাকার পাথর ৫০-৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করে তারপর ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে পিঠের পেশিতে রাখা হয়।।এগুলো ব্যাসল্ট বা মার্বেলের পাথর হয়।।পিঠের এবং হাতের বিভিন্ন প্রেশার পয়েন্টে রাখা হয় বলে পেশিগুলো রিল্যাক্সড হয় আর মাসলস্টিফনেসের সমস্যা দূরীভূত হয়।।এই ট্রিটমেন্টের সময় মোটামুটি ৭৫ মিনিট।। ৩. বালিনিজ মাসাজ- ফ্যাটিগ দূর করে শরীরকে নতুন এনার্জি দিতে, মাথা ব্যথা, স্ট্রেস, মাইগ্রেনের সমস্যা, অবসাদ কমাতে সারা বিশ্বে জনপ্রিয় এই স্পা থেরাপি।

ফুটবলের জনকের ভূমিকায় দেব, শুরু প্রস্তুতি

সম্প্রতি ”টনিক”-এর শুটিং শেষ করেছেন তিনি। কিন্তু ফিরেও এক মূহুর্ত দম ফেলবার ফুরসত নেই তাঁর। একদিকে চলছে সংসদীয় কাজ অন্যদিকে জোরকদমে শুরু করে দিয়েছেন পরের ছবির প্রস্তুতি। কথা হচ্ছে সুপারস্টার-সাংসদ দেবকে নিয়ে। অভিজিত সেনের ছবির শুটিং শেষ বটে, সামনেই রয়েছে ”সাঁঝবাতি”র মুক্তি।

এরমধ্যেই শুরু বড় প্রজেক্টের কাজ।রতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ভূমিকাতেই বড়পর্দায় আসছে দেব। ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই ছবির তৈয়ারি শুরু করে দিয়েছেন তিনি। টুইটারে ফুটবলের ছবি শেয়ার করে দেব লিখলেন, ”পরের ছবির জন্য প্রস্তুতি। ট্রেনিং শুরু।”””আমাজন অভিযান”-এর পর এই ছবির মাধ্যমেই ভেঙ্কটেশের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন দেব। যাত্রা হবে ইতিহাসের পথ ধরে চিত্রনাট্যের গহ্বরে, একথা আগেই প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু এই ছবি নগেন্দ্রপ্রসাদের বায়োপিক নয়। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হতে চলেছে শুটিং। ব্যস্ততা যে তুঙ্গে, তা বলাই বাহুল্য।বের সিনেমার কেরিয়ারে স্পোর্টস ছবি রয়েছে। এর আগে ”লে ছক্কা” ও ”চ্যাম্প” যথাক্রমে ক্রিকেট ও বক্সিংকে বড়পর্দায় নিয়ে এসেছে। এবার ফুটবলের পালা। তবে এখনও চূড়ান্ত হয়নি দেবের ছবির নাম। আবার মনে করা হচ্ছে, দেবের সঙ্গে এসফিএফের বরফ গলল ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যেই। শুটিং হবে কলকাতা ও শহরতলীতে। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিক্রম ঘোষ। যদিও এই পিরিয়ড ছবির নাম এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। তার জন্য অপেক্ষা আর কিছুকালের।

তাপসীকে ট্রোল করতে চেয়ে নিজেই ট্রোলিংয়ের শিকার ইন্টারনেটে

নিজের দিকে ধেয়ে আসা পর পর দুটো ট্রোল সুন্দর ভাবে সামলালেন বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পান্নু।পাল্টা উত্তরে কুপোকাত করে দিলেন দু”জনকে।ট্রোলিংয়ের জবাব দেওয়া তাপসী পান্নুর এক ভিডিয়ো রবিবার থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।রবিবার গোয়ায় একটি অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা ছিলেন তাপসী পান্নু।তিনি আগাগোড়া সেখানে ইংরেজিতেই কথা বলছিলেন।মাঝপথে তাঁর বক্তৃতা থামিয়ে দর্শকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন,””আপনি হিন্দি অভিনেত্রী,হিন্দিতে কথা বলুন।””সঙ্গে সঙ্গেই তাপসী পান্নু তার কড়া জবাব দেন।তিনি বলেন,””স্যর,আমি তো পুরোটাই হিন্দিতে বলতে পারব, কিন্তু এখানে উপস্থিত সবাই হিন্দি বুঝতে পারবেন তো?””এর পর তাঁর সংযোজন:সঙ্গে সঙ্গেই তাপসী পান্নু তার কড়া জবাব দেন।তিনি বলেন,””স্যর,আমি তো পুরোটাই হিন্দিতে বলতে পারব,কিন্তু এখানে উপস্থিত সবাই হিন্দি বুঝতে পারবেন তো?””এর পর তাঁর সংযোজন:””আমি দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রীও.তামিল আর তেলগুতেই কথা বলি?”এই জবাবের পর ওই ব্যক্তি আর কোনও কথা বাড়াননি।পরবর্তী বক্তৃতা তাপসী পান্নু ইংরাজিতেই দিয়েছিলেন,তিনি আর কোনও বাধা পাননি।অনুষ্ঠানের এই ভিডিয়ো রবিবার থেকেই ভাইরাল নেট দুনিয়ায়।টুইটারে তাপসী পান্নুর ভক্তেরা এই কড়া জবাবের জন্য তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।কিন্তু এর মাঝেই এক টুইটার ব্যবহারকারী ফের তাপসীকে ট্রোল করার চেষ্টা করেন।তিনি কমেন্টে লেখেন, ”তাপসী হিন্দিতে কথা বলছিলেন না, কারণ হিন্দি এলিট ভাষা নয়।”তাঁকেও উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন তাপসী পান্নু।তাপসী প্রত্যুত্তরে লেখেন,”এলিটা ভাষা নয়,চিন্তাভাবনা হয়ে থাকে।”অর্থাতকে কতটা অভিজাত তা ভাষা দিয়ে বিচার করা যায় না,তাঁর চিন্তাভাবনা দিয়ে বিচার করা হয়।তাপসীর এই জবাবের পর টুইটারে দিয়ে আরও প্রশংসা উড়ে আসতে শুরু করেছে তাঁর উদ্দেশে।

সোমবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

দেশের প্রথম চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ নিযুক্ত হলেন সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : অবশেষে জল্পনা সত্যি হল। দেশের প্রথম 'চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ' (সিডিএস) হলেন সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত। তাঁর অবসরের একদিন আগে এই ঘোষণা করল কেন্দ্র। সেনার তিন বাহিনীর শীর্ষ পদাধিকারীদের অবসরের বয়স ৬২ বছর। সে ক্ষেত্রে নতুন এই পদে অবসরের বয়স বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬৫ বছর।ফলে আরও তিন বছর এই পদে কাজ করার পর এই পদ থেকে অবসর নেবেন তিনি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন সেনা বিষয়ক দফতরের প্রধান হচ্ছেন তিনি। সেনার তিন বাহিনীর কাজে সমন্বয়ের জন্য গত ২৪ ডিসেম্বর এই পদের ঘোষণা করে কেন্দ্র। তখন থেকেই জল্পনায় ছিল সেনাপ্রধানের নাম। সরকারের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংযোগ রক্ষাকারী 'সিঙ্গল পয়েন্ট অ্যাডভাইজর' হলেন বিপিন রাওয়াত। সরকারকে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্ত পরামর্শও দেবেন 'চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ'। সেনার তিন বাহিনীর সমন্বয় বাড়ানো এবং তিন বাহিনীর পরামর্শদাতা নিয়োগের দাবি উঠছিল সেনা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নানা মহল থেকে। অবশেষে সেই দাবিই পূরণ হল। ১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধে ভারতীয় স্থলসেনা বাহিনী, বায়ুসেনা ও নৌ সেনার পারদর্শিতা খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটিই প্রথম তিন বাহিনীর উপদেষ্টার এই সুপারিশ করেছিল। এবছর স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম এই পদের ঘোষণা করেন। তার পর থেকেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে তৎপরতা শুরু হয়। অবশেষে ২৪ ডিসেম্বর এই পদাধিকারীর দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। তাতে বলা হয়েছিল, সেনার যে কোনও বাহিনীর 'ফোর স্টার' ক্যাটেগরির অফিসারকে নিয়োগ করা হবে। উল্লেখ্য, সিমলার সেন্ট এডওয়ার্ড স্কুলে পড়াশোনা করেছেন বিপিন রাওয়াত। এর পর খড়কভাসলার ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি এবং দেহরাদুনে ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমির প্রাক্তনী বিপিন রাওয়াত গোর্খা রেজিমেন্টে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন। তিন বছর কাজ করার পর আগামীকাল ৩১ ডিসেম্বর তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল তাঁর।

উপাচার্যের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানীর অভিযোগ দায়ের

শান্তিনিকেতন, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : সুষ্ঠু পৌষ মেলার আয়োজন করতে গিয়ে এবার বিশ্বভারতীর উপাচার্য সহ একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করলেন বোলপুরের এক মহিলার।। মেলা তুলতে মাঠে নেমে দোকানীর জিনিস ছিনিয়ে নেওয়ার সময় উপাচার্য আর দলবল শ্লীলতাহানি করেছেন বলে দাবী করেছেন ওই মহিলা।এই মর্মে রবিবার রাতে শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তবে সোমবার স্বয়ং উপাচার্য সহ বিশ্বভারতীর আধিকারিক, অধ্যাপকরা ঝাঁটা হাতে মেলার মাঠ পরিস্কার করতে নামেন।

রবিবার দুপুরে নিরাপত্তারক্ষী, প্রাক্তন সেনাকর্মীদের নিয়ে মাঠে নেমে দোকান তুলতে দেখা যায় উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে ।

তার উপস্থিতিতে পৌষমেলা তুলতে গিয়ে লুটপাট, দোকানিদের হেনস্থার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি ও সামগ্রী লুটপাটের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগ দায়ের হয়েছে উপাচার্য, সচিব, জনসংযোগ আধিকারিকসহ অন্যদের বিরুদ্ধেও। এলাকার এক জনৈক মহিলা রবিবার মধ্যরাতে শান্তিনিকেতন থানায় শ্লীলতাহানীর একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন । তার অভিযোগ বিশ্বভারতীর উপাচার্য এবং তার দলবল সঞ্জয় ঘোষ, অনির্বাণ সরকার, গৌতম সাহা, সুব্রত মণ্ডল ও আরও অনেকের বিরুদ্ধে।

থানায় অভিযোগ দায়ের করতে এসে জনৈক ওই মহিলা জানান, ''রবিবার বিকাল বেলায় তিনি মেলায় এসেছিলেন। কিনেছিলেন বেশ কিছু জিনিসপত্র। কিন্তু মেলা থেকে বেরিয়ে আসার সময় ১০-১২ জনের একটি পুরুষের দল তাকে ঘিরে ধরেন। অশালীন আচরণ করে তারপর সেখানে তার হাত ধরে টানা হয়।'' পাশাপাশি অত্যন্ত অভব্য আচরণ ও ব্লাউজ ছিঁড়ে দেওয়ার মতো বিস্ফোরক অভিযোগ করেন ওই জনৈক মহিলা। তিনি জানতে পারেন ওই ১০-১২ জনের দলে ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য স্বয়ং বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। এছাড়াও ছিলেন অন্যান্যরা।

পরিবেশ আদালতের নির্দেশে এবার শুরু থেকেই পৌষমেলা ৪ দিনের বলে ঘোষণা করা হয়। ২৪ ডিসেম্বর শুরু হয় আর ২৭ ডিসেম্বর শেষ হয় শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী এই মেলা। এরপর দু''দিনের মধ্যে মাঠ ফাঁকা করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। ২৮ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর নিরাপত্তারক্ষী ও প্রাক্তন সেনাকর্মীদের নিয়ে মাঠে নেমে হাত জোড় করে ব্যবসায়ীদের উঠে যেতে বলেছিলেন উপাচার্য।কিন্তু তবু ভাঙা মেলা চলতে থাকে তাই রবিবার নিরাপত্তারক্ষীসহ পাঠভবনের পড়ুয়া, এনসিসি ভলান্টিয়ারদের নিয়ে মেলা তুলে দিতে নামেন তিনি। দোকান থেকে জিনিসপত্র এমন কী গ্যাসের সিলিন্ডার, রান্নার ওভেন তুলে নিয়ে যেতে দেখা যায়।

এরপর বিশ্বভারতীর উপাচার্যসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মানিক শেখ নামে এক ব্যবসায়ী শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ।

এদিন সকাল থেকেই খোদ উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী নেতৃত্বে বিশ্বভারতী সমস্ত আধিকারিক অধ্যাপক, কর্মী ছাত্র ছাত্রীরা এক সঙ্গে মেলার মাঠ পরিষ্কার করতে নামে। মাঠের সমস্ত আবর্জনা তুলে পরিষ্কার করে তারা। ঝাঁটা নিয়ে মেলার মাঠ পরিষ্কার করে তারা।

চোটের কারণে ভারতে আসা হচ্ছে না শন অ্যাবটের, পরিবর্তে ডার্সি শর্ট

মেলবোর্ন, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : আসন্ন ভারত সফরের দলে শন অ্যাবটের পরিবর্ত ঘোষণা করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সোমবার ফাস্ট বোলার অ্যাবটের পরিবর্ত হিসেবে বাঁ-হাতি ওপেনার ডার্সি শর্টকে ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের দলে নিল অস্ট্রেলিয়া। নতুন বছরের শুরুতেই ভারতের তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেলবে অজিবাহিনী। বিরাট-রোহিতদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের জন্য ১৭ ডিসেম্বর দল ঘোষণা করেছিল অস্ট্রেলিয়া। এই দলে জায়গা হয়নি তারকা অল-রাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের। এছাড়াও বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ দেওয়া হয় এক ঝাঁক তারকা ক্রিকেটারকে। বিশ্বকাপের স্কোয়াডে থাকা সাত জন ক্রিকেটারকে বাইরে রেখে ভারত সফরের দল ঘোষণা করেন অজি নির্বাচকরা। ম্যাক্সওয়েল ছাড়া বাদ পড়েন উসমান খোওয়াজা, শন মার্শ, ন্যাথন কুল্টার-নাইল, মার্কাস স্টওনিস ও নাথন লায়ন। কিন্তু দলে জায়গা পেলেও চোটের জন্য ভারতে আসা হচ্ছে না ডানহাতি অ্যাবটের। বিগ ব্যাশে চোট পেয়ে চার সপ্তাহ মাঠের বাইরে অজি এই পেসার। ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ শুরু হচ্ছে ১৪ জানুয়ারি মুম্বইয়ে। পরের দু'টি ম্যাচ হবে ১৭ জানুয়ারি রাজকোট এবং ১৯ জানুয়ারি বেঙ্গালুরুতে। ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়া দল: অ্যারন ফিঞ্চ (অধিনায়ক), প্যাট কামিন্স

দশকের সেরা টি-২০ একাদশের তালিকা প্রকাশ করল উইসডেন

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : দশকের সেরা টি-২০ একাদশের তালিকা প্রকাশ করল স্পোর্টস ম্যাগাজিন উইসডেন। আশ্চর্যজনকভাবে তাঁদের দশকের সেরা একাদশে ঠাঁই হয়নি টিম ইন্ডিয়ার বিস্ফোরক ওপেনার রোহিত শর্মার। জায়গা দেওয়া হয়নি মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও। এই একাদশে জায়গা পেয়েছেন দুই ভারতীয়। বিরাট কোহলি প্রথম একাদশে জায়গা পেলেও তাঁকে অধিনায়ক করা হয়নি। বোলারদের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছেন জশপ্রীত বুমরাহ। রোহিত এবং ধোনিকে উপেক্ষা করা নিয়ে অবশ্য ক্রিকেট মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। এই দশকের অন্যতম সেরা সীমিত ওভারের ব্যাটসম্যান হওয়া সত্ত্বেও ঠাঁই পাননি রোহিত। ধোনির অবশ্য টি-২০ ফর্ম্যাটে রোহিতের মতো রেকর্ড নেই। তবু, তাঁর অনুপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তাছাড়া বিশ্বের অন্যতম সেরা অল-রাউন্ডার শাকিব আল হাসানও নেই এই তালিকায়। উইসডেনের সেরা একাদশে জায়গা পেয়েছেন ৩ অজি তারকা।ফিঞ্চের পাশাপাশি ওয়াটসন এবং ম্যাক্সওয়েলও আছেন প্রথম একাদশে। ইংল্যান্ডের দুই তারকা বাটলার এবং উইলি ঠাঁই পেয়েছেন। চমকপ্রদভাবে দশকের সেরা একাদশে ঠাঁই পেয়েছেন দুই আফগান তারিকা।

এনআরসি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : সাধারণ নাগরিকরাই এনআরসি কার্যকর হতে দেবে না বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বদরা।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বদরা জানিয়েছেন, কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে নিজ নিজ রাজ্যে তারা এনআরসি জারি করবে না। কয়েকটি রাজনৈতিক দলও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জনগণ চাইছে না, তাই এনআরসি জারি করা হবে না।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে সংবিধান বিরুদ্ধ আখ্যা দিয়ে প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, সিএএ নিয়ে সবার বিরোধিতা করা উচিত। নোটবন্দির মতোই এই আইন সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করবে। এই আইনটি ভিত্তিই আইনবিরুদ্ধ। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি জানিয়েছেন, সিএএ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গুজব ছড়াচ্ছে বিরোধী দলগুলি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ভাইকে মন্ত্রিসভায় জায়গা না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ শিবসেনার মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভাই মন্ত্রিসভায় জায়গা না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ শিবসেনার মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত। পরিস্থিতি এমন যে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। বিক্রোলি আসন থেকে নির্বাচিত শিবসেনা বিধায়ক সুনীল রাউত সম্পর্কে তাঁর ভাই। সোমবার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে ভাই মন্ত্রীপদ না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট সুনীল রাউত মঙ্গলবার বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা করেন। একইভাবে প্রাক্তন মন্ত্রী তানাজি কদম ও ভাবনা গওলিও ক্ষুব্ধ। শিবসেনার মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত বলেন, সদ্য শিবসেনায় যোগ দেওয়া আবদুল সাত্তারকে মন্ত্রী করা হয়েছে। তবে এতদিন দলে যারা কাজ করছেন, তাঁরা মন্ত্রীর পদ পাননি। তাই তাদের ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। তিনি আরও বলেন, উদ্ধব ঠাকরে যদি মুখ্যমন্ত্রী না

ছয়ের পাতায়

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে আগুন, চাঞ্চল্য ৭ লোককল্যাণ মার্গে

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনের সামনে আগুন। সোমবার সন্ধ্যে ৭টা ২৫ মিনিট নাগাদ দিল্লির ৭ লোককল্যাণ মার্গে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে খবর যায় দমকলে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকেই দিল্লির দমকল দফতরে ফোন করা হয়। তারপরই দমকলের ৯টি ইঞ্জিন দ্রুত ৭ নম্বর লোককল্যাণ মার্গে যায়। পরে আরও বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন পাঠানো হয়। পাঠানো হয় অ্যাম্বুল্যান্সও। বাড়ানো হয় পুলিশকর্মীর সংখ্যা। তবে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে, কিছুক্ষণ পরই প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে টুইট করে জানানো হয়, ভয়াবহ নয়, সামান্য আগুন। তা প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের ভিতরে বা নরেন্দ্র মোদীর অফিসে লাগেনি। লেগেছে লোক কল্যাণ মার্গে এসপিজি আধিকারিকদের ঘরের সামনে। দমকলের কিছুক্ষণের চেষ্টায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের জেনারেটার থেকে শর্ট সার্কিটের জন্য আগুন লাগে। কীভাবে আগুন লাগল তা সরকারিভাবে জানানো হয়নি। খোদ প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে আগুন লাগায় দিল্লিতে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রীতিমতো উদ্বেগে রাজনৈতিক মহল। তবে, এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। দমকল ও প্রশাসনের তরফে উপযুক্ত ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির পুরোপুরি অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাও সর্বোচ্চ মানের।

দেশের বনাঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি হয়েছে, দাবি পরিবেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিগত চার বছরে দেশের বনাঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার বলে সোমবার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর।

এদিন প্রকাশ জাভরেকর ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ২০১৯-এর রিপোর্ট তুলে ধরে বলেন, বনাঞ্চলের বৃদ্ধিতে সব থেকে বেশি অবদান রয়েছে কর্ণাটক, অন্ধ্র প্রদেশ, কেরল, উত্তরাখন্ড, জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচলপ্রদেশ। পাশাপাশি দেশের উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলিতে বনাঞ্চলের আয়তন কমে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ভারতীয় সংস্কৃতি অভিন্ন অঙ্গ হচ্ছে বন। সমাজের মধ্যেই বনাঞ্চলকে বাঁচিয়ে রাখার উদাহরণ রয়েছে। বিশনই সম্প্রদায়ের মানুষেরা বন রক্ষার জন্য সর্বদা সজাগ। পাহাড়ি অঞ্চলে পরম্পরা রয়েছে যে নিজের ঈশ্বরের জন্য একটি বন তৈরি করা। রিপোর্টের উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, গোটা বিশ্বে ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে ঘন, কমঘন, মাঝারি জঙ্গলের এক সঙ্গে বৃদ্ধি হয়েছে। জন সচেতনতার ফলে উপকূলবর্তী এবং পাহাড়ি অঞ্চলে জঙ্গলের আয়তনের বৃদ্ধি ঘটেছে। বাঁশবাগানের বৃদ্ধি নিয়ে খুশি কেন্দ্রীয়মন্ত্রী এর কৃতত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাকেই দিয়েছে।

প্যারিস পরিবেশ চুক্তির প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন, ভারত ২৫০ কোটি টন কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্য রেখেছিল। সেই লক্ষ্যে ২৫ শতাংশ কাজ পূরণ হয়েছে।

সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাব থেকে বাউল উৎসব নিয়ে এক বনার্ঢ্য র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

সিএএ ও এনআরসি : আন্দোলনের ঢেউয়ে দেদার বিকোচ্ছে জাতীয় পতাকা

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স) : ক্রিসমাস আর বর্ষবরণের মরশুমে দেদার বিকছে জাতীয় পতাকা। সাধারনত ডিসেম্বরে কলকাতার ওল্ড চায়না বাজারে বিক্রি হয় ক্রিসমাসের সরঞ্জাম। তবে ক্রিসমাসের পর বেড়ে যায় জাতীয় পতাকার বিক্রি ।

তবে এবছর চিত্রটা উল্টো । ক্রিসমাসের আগেই বিক্রি হচ্ছে জাতীয় পতাকা। তাহলে কি সবাই আগাম মজুত করে রাখছেন ? এমনটাই আশঙ্কা করছিল বিক্রেতারা। তবে যে সাইজের পতাকার চাহিদা তা কোনদিনই ২৬ শে জানুয়ারি বিক্রি হয়না। আসলে সবই কিনছে মিছিলে অংশ নেবার জন্য। বিভিন্ন দলের সমর্থকরা এলেই বিক্রেতারা অনায়াসে বুঝে যান তিনি কোন দলের, কী কী লাগবে তা শুধু শোনার অপেক্ষা। এই ইস্যু যেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে মিলিয়ে দিলো জাতীয় পতাকা দিয়ে। জানুয়ারিতে বিক্রি হয় ছোট, বড়,মাঝারি মাপের পতাকা । সব মিলিয়ে প্রায় ৬০০ পতাকা বিক্রি হয়। এবছর এখনই বিক্রি হয়েছে তার দ্বিগুণ। চাহিদা বাড়ায় বাড়তি মুনাফার দিশা দেখছেন বিক্রেতা রাহুল গুপ্তা। সব কিছুর মধ্যে দাম কম হয় আড়াই ফুট লম্বা ও দুই ফুট চওড়া পতাকার।

গত বছর বিক্রি হয়েছিল ৫ হাজারের মতো পতাকা। এত আগে ৫০০-র বেশি সম্ভব নয়, সব রেকর্ড ভেঙে এখনই আড়াই হাজার। বিক্রেতা দেবাশীষ পালধি জানালেন ২৬ শে জানুয়ারি অথবা ১৫ই আগস্টে যা বিক্রি হয়, তার থেকে এবার বছর শেষেই বেশি বিক্রি হতে পারে জাতীয় পতাকা বিক্রি । এতে রেকর্ড গড়তে পারে । একে মন্দা, বিভিন্ন জিনিসের বাজার খারাপ তখনই সংশোধনী নাগরিকত্ব আইন ও নাগরিক পঞ্জির জেরে জাতীয় পতাকার চাহিদা এখন অনেক।

পঞ্জাবে সিএএ নয়, দাবি অমরেন্দ্রের

লুধিয়ানা, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : পঞ্জাবে কার্যকর করা হবে না নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বলে সাফ জানিয়ে দিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং।

সোমবার লুধিয়ানায় পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি নেতা এবং কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সংবিধানের মুখবন্ধ পরিবর্তন করার চক্রান্ত চলছে। এই আইনের ফলে বিভাজন তৈরি হতে পারে বলে আখ্যা দিয়ে অমরেন্দ্র সিং-এর আশঙ্কাপ্রকাশ করেছেন, জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা কাঠামো এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এদিন কংগ্রেসের তরফে বিশাল বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন কংগ্রেসের আশা কুমারী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুনীল ঝাকর, প্রনিত কাউর, মনপ্রীত বাদল, গুরপ্রীত সিং কাঙরা সহ প্রমুখ।

উল্লেখ করা যেতে পারে সংসদের দুইকক্ষে পাশ হওয়ার পর আইনে পরিণত হয় নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন। এই আইনের বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখর হন কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি।

বিজেপির গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল কোচবিহারে

কোচবিহার,৩০ ডিসেম্বর (হি.স): সংশোধনী নাগরিকত্ব আইন ও নাগরিক পঞ্জির সমর্থনে অভিনন্দন যাত্রায় যোগ দিতে যাওয়ার সময় বিজেপির গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল কোচবিহারে। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। পাল্টা প্রশাসনের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে পুলিশের একটি গাড়ি ভাঙচুর করেছে বিজেপি কর্মীরা। জানা গেছে, এদিন জোরশিমুলি, নয়ারহাট, কেদারহাট এলাকা থেকে বিজেপি কর্মীরা গাড়িতে করে কোচবিহারে অভিনন্দন যাত্রায় যোগ দিতে যান। অভিযোগ, মাথাভাঙ্গা ১ বিডিও অফিসের সামনে বিজেপি কর্মীদের গাড়ি আটকে দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা। পরপর তিনটি অটোতে ভাঙচুর চালানো হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে মাথাভাঙ্গা কলেজ মোড় সংলগ্ন এলাকায় পথ অবরোধ করেন বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগ, সেখানেও তাঁদের ওপর হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা। চারটি বাস ও বেশ কয়েকটি অটো ভাঙচুর করা হয়। এমনকি, বিজেপি কর্মীদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় চার জন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন বলে খবর।

বিজেপির মন্ডল সভাপতি লক্ষ্মী বর্মনের অভিযোগ, 'পুলিশের সামনেই তৃণমূলের সশস্ত্রবাহিনী আমাদের গাড়ি ভাঙচুর করে এবং বিজেপি কর্মীদের মারধর করে।' যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা আলিজার রহমান বলেন, 'এই ঘটনায়

ছয়ের পাতায়

সোমবার আগরতলায় সিপিএম এক বিক্ষোভ সভার আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

আগামী ৩ জানুয়ারি রাত থেকে বন্ধ করা হচ্ছে টালা ব্রিজ

কলকাতা,৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): আগামী ৩ জানুয়ারি রাত থেকে বন্ধ করা হচ্ছে টালা ব্রিজ। রাজ্য পুর্ত দফতর সূত্রে খবর আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে সেতু ভাঙার কাজ শুরু হতে চলেছে। ফলে টালা ব্রিজে বন্ধ হতে চলেছে ছোট গাড়িও। সেতুর ওপর দিয়ে বন্ধ হবে অটো চলাচলও। এর জেরে উত্তর কলকাতায় তীব্র যানজটের আশঙ্কা।

টালা ব্রিজ ভাঙার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করে দিল রাজ্য সরকার। আপাতত স্থির হয়েছে সেতুর দুদিকের এপ্রোচ রোডের অংশ আগে ভাঙা হবে। আনুমানিক ২ কোটি টাকা এটি ভাঙতে খরচ হবে। ফলে সেতুর ওপর দিয়ে ছোট গাড়িও চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। পুজোর আগে থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বড় গাড়ি চলাচল। পুজোর মুখে টালা ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রিপোর্ট জমা দেয় ভারতীয় রেলের অধীনস্থ পরামর্শদাতা সংস্থা রাইটস। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন মেরামত না করার ফলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে টালা ব্রিজ। ফলে যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে ব্রিজটি। বিশেষজ্ঞ সংস্থা রাইটসের প্রস্তাব ছিল কোনও গাড়ি চলাচল করতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু পুজোর সময় যানজটের আশঙ্কায় ছোট গাড়ি চলাচল করার অনুমতি দেওয়া হয়। বড় গাড়ি বিশেষ করে বাস চলাচলের রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। যদিও একাধিক বাস অ্যাসোসিয়েশন বাসের রুট বদল নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। মাঝে বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় একাধিক রুট। যদিও পুলিশ ও পরিবহণ দফতরের চাপাচাপিতে বেসরকারি বাস চলছে। এবার এই সমস্ত রুটের বাসের আসা যাওয়ার জন্য রাস্তা ঠিক করে দিল রাজ্য পরিবহণ দফতর।

সোমবার বেলতলা মোটর ভেহিক্যালস দফতরে নয়া রুট নিয়ে বৈঠক করল রাজ্য পরিবহণ দফতর ও পুলিশ। ওই সময় থেকে কলকাতামুখী ছোটো গাড়ি বিটি রোড দিয়ে যেতে পারবে না। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় হুগলি সেতু হয়ে কলকাতায় আসার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে, টালা ব্রিজ বন্ধ করার জন্য লকগেট খুলে দেওয়া হচ্ছে। ওই রুটে কিছু বাস যাতায়াত করবে বলে জানা যাচ্ছে। ৪৩ ও ২৪২ নং বাসের রুট অপরিবর্তিত থাকছে। ঠিক হয়েছে, কলকাতা থেকে ডানলপগামী উত্তরমুখী বাস এবং ছোট গাড়ি চিৎপুর লকগেট উডালপুল ধরে বি টি রোডের দিকে যাবে। যদিও উড়ালপুলে গতি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় চলবে গাড়ি। ইতিমধ্যেই ওই উড়ালপুলে সারাইয়ের কাজ করেছে পুর্ত দফতর। অন্যদিকে, ডানলপের দিক থেকে শ্যামবাজারের দিকে আসা বাস ও ছোট গাড়ি আসবে বেলগাছিয়া সেতু ধরে। এই সেতুতেও প্রাথমিক সারাইয়ের কাজ সেরে ফেলেছে পুর্ত দফতর। গত কয়েকমাসে বাস ঘুরে চলার জন্য সাধারণ যাত্রীদের ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়েছে। রুট ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য গন্তব্যে পৌছতে দেরি হচ্ছিল যাত্রীদের। ফলে ভরসা ছিল একমাত্র অটো। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে অটো রুটও ভেঙে ফেলা হবে। সিঁথির দিক থেকে টালা ট্যাঙ্ক পর্যন্ত চলবে কিছু অটো। আবার শ্যামবাজারের দিক থেকে আসা অটো আসতে পারবে ক্যানাল ইস্ট রোডের ক্রসিং অবধি। ফলে এই অংশে কমবে অটোর ভাড়া।

লরি চলাচলের জন্যেও তৈরি করা হচ্ছে আলাদা রাস্তা। ইতিমধ্যেই লেভেল ক্রসিং তৈরি করা নিয়ে রাজ্য ফের আবেদন জানিয়েছে রেলের কাছে। তিন বছরের জন্য খরচ হবে প্রায় ১৪ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার সেই টাকা দিতেও রাজি। এছাড়া চিৎপুর রেল ইয়ার্ডের পাশে ৩০ ফুট আলাদা চওড়া রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। রেলের অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছে রাজ্য। এর জন্যে অর্থ অবধি খরচ করতে রাজি রাজ্য সরকার। বহু বাস ঘুরপথে চালানো হচ্ছে, যার জেরে সমস্যায় পড়ছেন বাস মালিকরাও। কয়েকটি রুটের বাস কার্যত বন্ধের মুখে। ঘুর পথে বাস চলার জন্যে জ্বালানি বেশি পুড়ছে বলে অভিযোগ করছেন বাস মালিকরা। তারা রাজ্য সরকারের কাছে এদিনও আবেদন করেছেন ভাড়ার তালিকা পুনর্বিন্যাস করা হোক। যদিও ভাড়া বৃদ্ধি করতে এখনও রাজি নয় রাজ্য পরিবহণ দফতর।

মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত

পাচের পাতার পর

হতেন, তবে কেউ রাগ করবেন না। সুনীল রাউত শিবসেনার মুখপাত্র সঞ্জয় রাউতের ভাই, তাই সঞ্জয় রাউত তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এদিন তিনি মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ কর্মসূচিতে যাবেন না। তবে দলের হয়ে কাজ চালিয়ে যাবেন। সুনীল রাউত এবং তানাজি কদম সোমবার সকালে মাতোশ্রীর উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সাথে দেখা করতে গেলেও তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে পারেননি বলে জানা গিয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চার বছরে

● প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন, ভারত ২৫০ কোটি টন কার্বন নিঃসরণের লক্ষ্য রেখেছিল। সেই লক্ষ্যে ২৫ শতাংশ কাজ পূরণ হয়েছে।

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।বর্তমানে মৃতদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

মহারাজগঞ্জ

● প্রথম পাতার পর

দোকানপাট অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য। সাম্প্রতিককালে কোন ধরনের নোটিশ পাঠানো হয়নি বলে অভিযোগ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের।

আরোহী

● প্রথম পাতার পর

পুরোপুরি উল্টে যায়। আমতলী থানার পুলিশ বাইক ও গাড়ি আটক করেছে।

কদমতলা স্কুলে এনএসএসের স্পেশাল প্রোগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩০ ডিসেম্বর।। কেন্দ্র সরকারের জাতীয় সেবা প্রকল্প অর্থাৎ এনএসএস ইউনিটের স্কুল ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবছর সাতদিন ব্যাপী স্পেশাল প্রোগ্রাম করে থাকে। তেমনি উত্তর জেলার কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের ছাত্র-ছাত্রীরা সাত দিনব্যাপী স্পেশাল ক্যাম্পিং প্রোগ্রামে সামিল হয়।কদমতলা ব্লকাধীন বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম বাঘন এলাকায় এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে আজ সাতদিনব্যাপী স্পেশাল প্রোগ্রামের উদ্বোধন হয়।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক তথা কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব বৃক্ষরোপণ করে এই সাতদিনব্যাপী সচেতনতামূলক এনএসএস প্রোগ্রামের শুভারম্ভ করেন। তাছাড়া অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরবিন্দ দেব, এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার সমীর কান্তি নাথ, এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান অমিতাভ নাথ প্রমূখ। সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব বক্তব্য রাখতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আরও অগ্রসর ও সচেতন হওয়ার আহ্বান রাখেন।এনএসএস এর উদ্যোগে সাতদিন বিপি স্পেশাল ক্যাম্প আজ থেকে শুরু করে আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয় বস্তুর উপর আলোচনা করবেন অতিথিরা।আগামীকাল জেলা পুলিশ সুপার ক্রাইম প্রিভেনশন,রোড সেফটি,এন্টি ড্রাগ ক্যাম্পিং এবং রিসোর্স পার্সনের উপর আলোচনা রাখবেন। তাছাড়া মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন নারী সুরক্ষার উপরও আলোচনা রাখবেন।প্রতিদিনই অতিথিরা এনএসএস ইউনিটের ভলেন্টিয়ার অর্থাৎ ১২০ জন ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয় বস্তুর উপর আলোচনা রাখবেন। তাছাড়া আগামী ৪ জানুয়ারি একটি স্বাস্থ্য শিবির করা হবে।অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের একটু ব্যতিক্রমী প্রয়াস। শিক্ষক থেকে শুরু করে ছাত্র ছাত্রীরা আমাদের এই প্রয়াসে বেশ ভালই সাড়া পাচ্ছেন বলে উনাদের অভিমত।

শিশুবিহার স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। রাজ্যের অন্যতম বনেদি স্কুল শিশুবিহার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে সোমবার শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সচিব হিতকামানন্দজী মহারাজ, বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত, বিধায়ক ড. দিলীপ দাস, মেয়র ইন কাউন্সিল ফুলন ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। শিশুবিহার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাস ছেলেমেয়েদের দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রত্যেক শিশুই মেধা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তাদের মেধার বিকাশ ঘটাতে হয়। মেধার বিকাশ ঘটানোর প্রকৃত স্থান হল বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা কলি গুলিকে বিকশিত করে সুন্দর ফুলে পরিণত করেন। এজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকেও আরও দায়িত্বশীল হতে আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক ড. দিলীপ দাস। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আত্মকেন্দ্রিক হলে চলবে না। দেশ ও সমাজের জন্য নিবেদিত প্রাণ হতে হবে। অনুষ্ঠানে কচিকাচা ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সম্মানিত অতিথিরা। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

শৈত্যপ্রবাহে জবুথবু ওডিশা

ভুবনেশ্বর, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : শৈত্যপ্রবাহে জবুথবু দেশের উপকূলবর্তী রাজ্য ওডিশা। রাজ্যের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওডিশার ১৬টি জায়গায় পারদের কাঁটা নেমে গিয়েছে ১০ ডিগ্রিও নীচে।আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে রাজ্যের এঙ্গুলে পারদের কাঁটা নেমে দাঁড়িয়েছে ৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফুলবনি, তিতলাগড়, দারিঙবাদীতে তাপমাত্রা যথাক্রমে ৬.৩, ৬.৫, ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কেওনঝার, বোলানগির, সুন্দরগড়, বালাসোর, সাম্ভালপুরের পারদের কাঁটা নেমে দাঁড়িয়েছেন ৭.৪, ৮.৫, ৮.৫, ৮.৫, ৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঝাড়সুগুদা, ভবানীপাটনা, কোরাপুট তাপমাত্রা যথাক্রমে ৮.৯, ৯, ৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তালছের ও বারিপদে তাপমাত্র ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কটকে তাপমাত্রা নেমে দাঁড়িয়েছে ৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উল্লেখ করা যেতে পারে শৈত্যপ্রবাহের জেরে জেরবার অবস্থা সাধারণ মানুষের। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

অবস্থান বিক্ষোভ

দুইয়ের পাতার পর

যসভাপতি নীলমাধব গুপ্ত, কার্যকরী সভাপতি অরূপ ব্যানার্জি,মহিলা সভানেত্রী রাধারানী ব্যানার্জি, পবন সেলামপুরিয়া প্রমুখ এন আর সি নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে তার বিরোধিতার সপক্ষে বক্তব্য রাখেন।

অরূপ বাবু বলেন বিজেপি দেশ জুড়ে বিভাজনের রাজনীতি শুরু করেছে, এন আর সি র বিরোধীতা করায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ঢুকে অত্যাচার করছে, কিন্তু এভাবে জনরোষকে স্তিমিত করা যাবে না, এটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জানা উচিত।সম্প্রতি ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল দেখে শিক্ষা নেওয়া উচিত।অবস্থান মঞ্চ থেকে এক প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

কোচবিহারে

পাচের পাতার পর

তৃণমূলের কেউ জড়িত নয়। বিজেপি কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বাধে।' মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে, তাদের একটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদ

তিনের পাতার পর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষাও আছে। পরীক্ষার দিন পরিবর্তনেও উপাচার্যের কাছে চিঠি দেয়া হবে।

৪৭-এর আগের পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে চাইছে বিরোধীরা, দাবি গিরিরাজের

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ১৯৪৭ সালের ঠিক আগের পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে চাইছে রাহুল গান্ধী এবং টুকরে টুকরে গ্যাঙ বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং।

সোমবার কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৯৪৭ সালের ঠিক আগের পরিস্থিতি বর্তমানে ফিরিয়ে আনতে চাইছে রাহুল গান্ধী, টুকরে টুকরে গ্যাঙ সহ বিরোধী দলগুলি। এনপিআর এবং এনআরসি নিয়ে অরাকজ পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে তারা। ফের দেশভাগ করতে চাইছে এই দলগুলি। কিন্তু জনগণ এদের পাশে নেই।

এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসিকে তীব্র কটাক্ষ করে গিরিরাজের দাবি, ওয়েইসি থেকেই ভারতীয় সংবিধানের বড় বিপদ। ওয়ানাডের কংগ্রেস সাংসদ রাহুলের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে তাঁর দাবি সিএএ ও এনআরসির বিরোধিতা করে রাহুল চাইছেন পাকিস্তানি মুসলমান এবং রোহিঙ্গারা ভারতে ঢুকে পড়ুক। আর এই দেশে ভেঙে যাক।

উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার রাঁচিতে ঝাড়খন্ডের রাজ্য বিজেপি দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে গিরিরাজ সিং জানিয়েছিলেন, সংসদের উভয় কক্ষে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন পাশ হওয়ার কংগ্রেস সহ বিরোধী দল, বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি দেশকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। পাকিস্তানে হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানরা অত্যাচারিত হয়ে চলেছে। দুই নৌকায় পা দিয়ে দেশকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে কংগ্রেস। তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর কথা বলছে। ১৯৪৭ সালের ১২ জুলাই মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসা মানুষদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া উচিত।

অমিতাভকে বিরাট অভিনন্দন

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : চলচ্চিত্রে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পাওয়ার জন্য অমিতাভ বচ্চনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি।

সোমবার নিজের টুইটবার্তায় বিরাট কোহলি লেখেন, 'দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারের জন্য অমিতাভ বচ্চনজিকে ধন্যবাদ। ভারতীয় সিনেমায় অসামান্য অবদান রেখে তিনি এখন অনুপ্রাণিত করে চলেছেন।'

রবিবার দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ অমিতাভ বচ্চনের হাতে দাদা সাহেব পুরস্কার তুলে দেন। বহু দশক ধরে সর্বোচ্চ পর্যায় ভারতীয় চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদান রাখার জন্য তাঁকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

এর আগে চারবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন বর্ষীয়ান এই অভিনেতা। শোলে, জঞ্জির, আনন্দ, দিওয়ার, শেহেনশা, অগ্নিপথের মত সারা জাগানো ছবিতে অভিনয় করার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে পা, ব্ল্যাক, পিকু, ১০২ নট আউটের মতো ছবিতে অভিনয়ে নিজের স্বারক্ষ রেখেছেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমান সুইৎজারল্যান্ডে স্ত্রী অনুস্কার সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন বিরাট।

ভারতে ১ম স্বাধীনতাকামী আন্দোলনে পতাকা উত্তোলনের দিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর : আজাদ হিন্দ ফৌজের পতাকা ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজধানীর ড্রপগেইটে ভারতে ১ম স্বাধীনতাকামী আন্দোলনে পতাকা উত্তোলনের দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হল। ইংরেজদের দুইশত বৎসরে অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে ১৮৫৭ সাল থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। তারপর থেকে এই আন্দোলন আর ও তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। তবে আন্দোলনকারীদের মধ্যে চরম ও নবমপন্থী দুইটি ভাগ ছিল। কিন্তু লক্ষ্য ছিল একটাই স্বাধীনতা। আর এই আন্দোলনে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর যোগদান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে শেষের দিকে ১৯৪৩ সালে ৩০ শে ডিসেম্বর এখনই একটি দিনে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের ১ম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আন্দামান নিকোবর দীপপুঞ্জের পোর্ট ব্লেয়ারে বৃটিশ মুক্ত ভারতের ১ম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন নেতাজী সুভাষ। তাই এই দিনটি ভারতবাসীর কাছে একটি অত্যন্ত উল্লেখ যোগ্য দিন। রাজধানীর ড্রপগেইটস্থিত "মিশন নেতাজী সুভাষ" এর উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এই দিনটি পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে এদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের পতাক্য উত্তোলন করা হয়।

ফালাকাটায় তক্ষক উদ্ধার

জটেশ্বর, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার জটেশ্বর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ব্যাংকান্দি এলাকায় একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল একটি তক্ষক।

জানা গিয়েছে, সোমবার পূর্ব ব্যাংকান্দির জয়দেব রায়ের বাড়িতে তক্ষকটিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এরপরই বাড়ির লোকজন গ্রামীণ পুলিশকে খবর দেন। পুলিশের তরফে খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। পরে বনকর্মীরা ওই বাড়িতে এসে তক্ষকটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। বন দপ্তরের মাদারীহাট রেঞ্জের রেঞ্জার রামিজ রজার বলেন, 'খবর এসেছিল। তক্ষকটি উদ্ধারও করা হয়েছে। স্কোয়ার্ডের রেঞ্জ অফিসারকে বলা হয়েছে। তিনি বিষয়টি দেখছেন।'

পূর্ত ঘোটালা

● প্রথম পাতার পর

ভিডিও কনফারেন্সে হাজির করা হবে।

তিনি জানান, সুনীল ভৌমিকের তরফে আদালতে আজ জামিনের আবেদন জানানো হয়নি। তাঁর কথায়, পূর্ত ঘোটালায় তাঁদের জামিন মঞ্জুরের সম্ভাবনা খুবই কম। তবে, ৯০ দিনের ভেতরে পুলিশ চার্জশিট জমা দিতে না পারলে ১৬৭ সিআরপিসি-র অন্তর্গত তাঁদের জামিনের অধিকার রয়েছে। এ-ক্ষেত্রে সুনীল ভৌমিক ইতিমধ্যে ৬০ দিন জেল হেফাজতে রয়েছেন।

থানা

● প্রথম পাতার পর

জ্বালানি তেলের সঙ্কটের কারণে এগুলিও ব্যবহার করা যাচ্ছে না বলে জানায় থানার ওই সূত্রটি। যার ফলে থানার পুলিশ নিত্যদিন এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে টহলদারি চালাতে গিয়ে ভীষণভাবে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। জ্বালানি তেলের সঙ্কট এবং ভেহিক্যাল গুলি বিকল হওয়ার কারণে এলাকায় বড় ধরনের কোনো বিপত্তি দেখা দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ যেতেও বেগ পেতে হয়। এলাকার আমজনতার দাবি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে। থানার বিকল হওয়া গাড়িগুলি যাতে দ্রুত সংস্কার করা হয়।

খাদ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নেবে। প্রত্যেক অফিস আমরাই ঘেরাও করব। শুধু এখানেই থেমে থাকব না, ঘেরাওয়ের পর অফিসে তালাও ঝুলিয়ে দেব, সতর্ক করে দেন খাদ্যমন্ত্রী।

রাণীরবাজারে

● প্রথম পাতার পর

এনডিপিএস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশের তৎপরতায় গাঁজা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এসডিপিও সুমন মজুমদার জানান, এই চক্রে জড়িত অন্যান্যদের খোঁজে বের করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।

কুয়াশা ও ঠাণ্ডায় কাবু দিল্লি, রেল ও উড়ান পরিষেবায় বিঘ্ন

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): এই মুহূর্তে শৈত্যপ্রবাহ চলছে দিল্লি-সহ গোটা উত্তর ভারতজুড়ে। প্রতিদিনই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শীতের কামড়। হু হু করে নামছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ। ঠাণ্ডার পাশাপাশি ঘন কুয়াশার কারণে জনজীবনের বেহাল দশা। প্রবল কুয়াশার জেরে সোমবার ফের ব্যহত হয়েছে ট্রেন ও বিমান চলাচল। ঠিক সময় গন্তব্যে পৌঁছতে পারেনি উত্তর ভারতমুখী ৩০টি দূরপাল্লার ট্রেন। বিমান চলাচলেও এদিন বিঘ্ন হয়েছে। দৃশ্যমানতার অভাবে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে তিনটি বিমান। তবে, বাতিল করা হয়নি কোনও বিমান।

সোমবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট, দিল্লি রেল স্টেশন-সহ রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্ত। উত্তর রেলওয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কুয়াশার কারণে সোমবার ঠিক সময় গন্তব্যে পৌঁছতে পারেনি উত্তর ভারতমুখী ৩০টি দূরপাল্লার ট্রেন। দিল্লি বিমানবন্দর-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একটিও বিমান বাতিল না হলেও, ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে তিনটি বিমান। ঠাণ্ডা ও কুয়াশাচ্ছন্ন দিল্লির আনন্দ বিহার এবং ওখলা ফেস-২-তে এদিন সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল যথাক্রমে-৪৬২ এবং ৪৯৪।

ধর্মনগর

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের লাঠি চার্জের কথা সঠিক নয় বলে জানান।

এদিকে, কৈলাষহরের ষমস্ত টমটম চালক এবং মালিকদের নিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক বীরজিত ষিন্‌হা, উনকোটি জেলা কংগ্রেষ কমিটির ষভাপতি মোঃ বদরুজ্জামানের নেতৃত্বে কংগ্রেষ দল কৈলাষহর মহকুমা শাষক ডাঃ বিশাল কুমারের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ষোমবার দুপুরে এক ডেপুটেশন প্রদান করে। জেলা কংগ্রেষ ষভাপতি মোঃ রদরুজ্জামান হুংকার দিয়ে বলেন, যদি প্রশাষনের তরফ থেকে টমটম চালকদের আরোও এক বছর ষময় বৃদ্ধি না করা হয় তাহলে কংগ্রেষ দল কৈলাষহরে টমটম চালকদের নিয়ে প্রশাষনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে এবং বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে।

প্রাক্তন প্রদেশ প্রদেশ ষভাপতি বীরজিত ষিনহা বলেন, টমটম কোম্পানির তরফ থেকে ঘোষণা দিয়েছে যে, পুরানো টমটম কোম্পানিতে জমা দিলে কোম্পানি কুড়ি হাজার টাকা দেবে। বীরজিত বাবু দাবি করেন, প্রশাষনের তরফে অতি শীঘ্রই উদ্যোগ নিয়ে কোম্পানিকে বলতে হবে কুড়ি হাজার টাকার পরিবর্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য। এছাড়া শহরে অবস্থিত প্রতিটি ব্যাঙ্ক থেকে মুদ্রা লোনের মাধ্যমে এক লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে প্রশাষনকে।

এই দাবিগুলি যদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য না ভাবেন তাহলে কংগ্রেষ বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে। এই আন্দোলনের ফলে যদি শহর জুড়ে অস্থিরতা তৈরি হয় তাহলে এর জন্য ষম্পূর্ণরূপে প্রশাষন দায়ি থাকবে। ডেপুটেশন শেষে বিরজিত ষিন্‌হা প্রত্যেক টমটম চালকদের বলেন ষবাই এখন যেভাবে রাস্তায় টমটম চালাচ্ছেন ঠিক তেমনি পয়লা জানুয়ারি থেকেও চালাবেন। যদি প্রশাষন কোন ষমষ্যা সৃষ্টি করে তাহলে ষঙ্গে ষঙ্গেই রাস্তায় নেমে আন্দোলন করা হবে বলে শ্রী ষিন্‌হা জানান।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

য়েছে। এসএফআইয়ের আন্দোলনের সুফল রাজ্যবাসী ভোগ করছেন বলেও তিনি দাবি করেন। মানিকবাবু বলেন, জন্মলগ্ন থেকেই তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী বুঝতে পেরেছিল এসএফআইয়ের মধ্যে লুকায়িত আছে তাদের সর্বনাশের বীজ। এবিভিপির প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রাক্তন ছাত্র নেতা তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, স্বাধীনতার আগে থেকেই আরএসএস এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদ সক্রিয় রয়েছে। তাদেরই ছত্রছায়ায় অগ্রসর হয়েছে এবিভিপি। যাবতীয় ঘাত প্রতিঘাত প্রতিহত করে এসএফআইকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

তিনি বলেন যেসব রাজ্যে সিপিআইএমের অস্তিত্ব নেই সেই সব রাজ্যে এসএফআই সাংগঠনিক ভিত মজবুত করেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা কিংবা কেরালায় নয় গোটা দেশেই এসএফআই ছাত্র সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। বর্তমান ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মানিক সরকার বলেন, এসএফআইয়ের ইতিহাস সম্পর্কে প্রত্যেকের সম্যক ধারনা লাভ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ন্যাশনাল কর্পোরেশনের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে বার্ষিক ৩ শতাংশ হারে ঋণ নিয়ে বার্ষিক ৬ শতাংশ সরল সুদে রাজ্যের সুবিধাভোগীদের ঋণ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও তফশিলি জাতি কল্যাণ দফতর ছাত্রাবাস বৃত্তি প্রদান, প্রাক-মাধ্যমিক বৃত্তি, মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি-সহ মোট ১৬টি প্রকল্পে তফশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে থাকে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে তফশিলি জাতি কল্যাণ দফতর প্রাক-মাধ্যমিক বৃত্তি ১১,৩৭৭ জন, মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি ১,৬৯০ জন, অপরিচ্ছন্ন কাজে নিযুক্ত পরিবারের সন্তানদের জন্য প্রাক-মাধ্যমিক বৃত্তি ৫৯ জন, ড় বিআর আম্বেদকর স্মৃতি মেধা পুরস্কার ২,৬১৬ জন, বিএড এবং ডিএলএড কোর্সে ৮৬ জন, প্যারামেডিক্যাল কোর্সে ২৩ জন এবং চিকিৎসার জন্য ৫৫৮ জন সুবিধাভোগীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া তফশিলি জাতিভুক্ত যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে মোটর ড্রাইভিং, সেলাই, চামড়ার ব্যাগ তৈরি, কাগজের ব্যাগ তৈরি ইত্যাদি কারিগরি প্রশিক্ষণের ওপর দফতর গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ত্রিপুরায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর শিশু, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে।

পেট্রোল-ডিজেল

আটের পাতার পর

থেকে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে দিল্লি, মুম্বই এবং চেন্নাইতে। দিল্লিতে ০.১৬ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম এখন ৭৫.০৪ টাকা প্রতি লিটার এবং ০.১৮ পয়সা বাড়ার পর ডিজেলের দাম এখন ৬৭.৭৮ টাকাঊ পাশাপাশি মুম্বইয়ে ০.১৬ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম এবং ০.১৯ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দামঊ মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দাম, যথাক্রমে ৮০.৬৯ টাকা প্রতি লিটার (পেট্রোল) এবং ৭১.১২ টাকা প্রতি লিটার (ডিজেল)ঊ চেন্নাইয়ে ০.১৭ পয়সা বৃদ্ধির পর পেট্রোলের দাম এখন ৭৮.০২ টাকা এবং ০.১৯ পয়সা বৃদ্ধির পর ডিজেলের এখন ৭১.৬৭। পুনরায় জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার রীতিমতো দুঃশ্চিন্তায় রয়েছেন সাধারণ মানুষ।

গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল

আটের পাতার পর

প্রতিশ্রুতির একটাও এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন করেনি অধিকন্দ্র নোটবন্দী, জিএসটি, কাশ্মীর ও রাম মন্দিরের মতো ইস্যুকে সামনে রেখে শাসক পার্টি বিজেপি দেশের মানুষকে বোকা বানিয়ে এতদিন রাজত্ব করে চলেছে। দেশের মানুষের যে মূল সমস্যা খাওয়া - বাঁচা ও অরজন্যে কর্মসংস্থ‌অনের নিশ্চিত গ্যারান্টি তার দিকে ধ্যান না দিয়ে উল্লেখিত বিষয়গুলি ছাড়াও এখন এনআরসি, সিএএ এর মতো ইস্যু গুলিকে সামনে এনে বিজেপি ভারতীয়দের মনস্তত্বকেই পুরোপুরি ভিন্ন পথে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু দেশের সবাই তো আর বোকা নয়। ফলে এখন অনেকেই বুঝতে পারছেন যে, এসবকিছুরই পেছনে রয়েছে শাসক বিজেপির হিন্দু, হিন্দু ও হিন্দুস্থান বানার কুট চাল যা ধর্মনিরপক্ষে ভারতবর্ষের জন্যে সম্পূর্ণ সংবিধান পরিপন্থী, মৌলিক অধিকার বা মানবতাবাদের ও বিরোধী। সোমবার আমরা বাঙালির তরফে একপ্রেস বিবৃতিতে তা জানানো হয়েছে।

খেলা

ভিএআর বিতর্কের মাঝে বছরের শেষ ম্যাচ জিতল লিভারপুল

লিভারপুল, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : জয় পেলেও ভিএআর বিতর্ক তাড়া করে বেড়াল লিভারপুলকে। উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে ঘরের মাঠে ১-০ গোলে হারানোর পর ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির বদান্যতা পেল বলেই মনে করছে ব্রিটিশ ফুটবল মহল। সাদিও মানের ম্যাচের একমাত্র গোলের সময় হ্যান্ডবল বিতর্ক ওঠে। যার জেরে হলুদ কার্ড দেখতে হয় উলভস কোচকে। পরে প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে উলভসের গোল বাতিল হয় ভিএআরের সৌজন্যে তা অফ-সাইড ঘোষিত হওয়ায়। এক্ষেত্রেও অফ-সাইডের সিদ্ধান্ত ছিল খানিকটা বিতর্কিতই। বিশেষজ্ঞমহলের একাংশের ধারণা, এক্ষেত্রে অফ-সাইড না ঘোষণা করলেও পারতেন রেফারি। জয় নিয়ে গুঞ্জন শুরু হলেও লিভারপুলের পুরো পয়েন্ট তোলা নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। ১৯ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করে লিভারপুল। এই নিয়ে লিগের ১৮টি ম্যাচে জয় পেল ক্লপের দল। ড্র করেছে মাত্র ১টি ম্যাচ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা লেস্টার সিটির থেকে ১৩ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে বছর শেষ করল লিভারপুল। প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে নেতো লিভারপুলের জালে বল জড়িয়ে ম্যাচে সমতা এনে দিয়েছিলেন প্রায়। ভিএআরের সুবাদে তা বাতিল হওয়া সে যাত্রায় স্কোর লেভেল করা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। দ্বিতীয়ার্ধে মরিয়া প্রচেষ্টা করেও দু'দলের কেউই প্রতিপক্ষের শেষ রক্ষণ ভাঙতে পারেনি।

খেলার মাঝেই মাঠে মারা গেলেন ডিফেন্ডার রাধাকৃষ্ণন ধনরাজন

মালাপ্পুরম, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : এবার খেলার মাঝেই মাঠে মারা গেলেন কলকাতার তিন প্রধান দলে খেলে যাওয়া ডিফেন্ডার রাধাকৃষ্ণন ধনরাজন। রবিবার রাতে কেরলের পেরিন্দালমান্নাতে স্থানীয় এক সেভেন-এ-সাইড ফুটবল ম্যাচে খেলার মাঝেই বুকে ব্যথা অনুভব করেন এবং মাঠেই লুটিয়ে পড়েন ধনরাজন। এফসি পেরিন্দালমান্না ও সাস্থ ত্রিসারের মধ্যে ম্যাচের ২৭ মিনিটে ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ৩৯ বছর বয়সি সেন্ট্রাল ব্যাককে তড়িঘড়ি নিকটবর্তী মৌলানা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। হাসপাতালে পৌঁছনোর পর ডাক্তাররা ধনরাজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন দুই ভাই-বোন, স্ত্রী ও তিন বছরের কন্যাকে। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং ছাড়া ইউনাইটেড স্পোর্টস ও সাদার্ন সমিতির হয়েও মাঠে নেমেছিলেন ধনরাজন। ক্যাপ্টেন হিসেবে মহামেডানকে ডুরান্ড কাপ ও আইএফএ শিল্ড এনেদিয়েছিলেন তিনি। কেরলের প্রখ্যাত কোচ চাটুনির সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন ধনরাজন। তাঁর কোচিংয়ে ভিভা কেরলে খেলার সময়ই ভারতীয় ফুটবলমহনের নজরে পড়ে যান তিনি। পরে ২০০৮ সালে কলকাতায় খেলতে আসেন ধনরাজন। ধনরাজনের অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া বাংলা তথা দেশের ফুটবলমহলে। শোকস্তব্ধ কেরলের ফুটবলমহলও।

মেসিদের লিগকে 'পিছিয়ে' রাখছেন তাঁর-ই সতীর্থ

ডাচ ক্লাব উইলেমের বয়সভিত্তিক দলে বেড়ে ওঠা। আয়াক্সে বিকাশ আর বার্সেলোনায় পূর্ণতাপ্রাপ্তির অপেক্ষা ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ংকে ঘিরে হয়তো এমন স্বপ্নই দেখছেন কাতালান ক্লাবটির ভক্তরা। তবে এই ডাচ মিডফিল্ডারের একটি কথায় মন খারাপ করতে পারেন বার্সা-ভক্ত থেকে স্প্যানিশ ফুটবলের ভক্তরাও। ক্লাব ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ নাকি লা লিগার চেয়ে 'কিছুটা এগিয়ে'এমন কথাই বলেছেন ইয়ং।বার্সায় এবারই প্রথম মৌসুম কাটছে ২২ বছর বয়সী এ মিডফিল্ডারের। লিওনেল মেসিদের সঙ্গে এরই মধ্যে ১৮টি লিগ ম্যাচে খেলে গোল করেছেন মাত্র ১টি। তারপরও আর্নেস্তো ভালভার্দের দলে নিজের জায়গাটা বেশ পোক্তই করে ফেলেছেন ডি ইয়ং। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'মিরর'কে স্পেন ও ইংল্যান্ডের লিগ নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। খেলোয়াড়দের দক্ষতা বিচারে লা লিগা এগিয়ে থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও ক্ষমতায় প্রিমিয়ার লিগকেই বড় করে দেখছেন ইয়ং, 'আগে ভাবতাম লা লিগা দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালি ফুটবল লিগ। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় তাদের দাপটই সব বলে দেয়। স্পেনের ক্লাবগুলো অনেক দূর যেতে পারে এবং মূল শিরোপা চ্যাম্পিয়নস লিগ এবং ইউরোপা লিগও জিতে নেয়। দক্ষতার প্রশ্নে হয়তো লা লিগা এগিয়ে, তবে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীতার প্রশ্নে প্রিমিয়ার লিগ কিছুটা এগিয়ে থাকবে।'আয়াক্স ছেড়ে এ মৌসুমে বার্সায় যোগ দেন ডি ইয়ং। তার আগে আয়াক্সকে তুলেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে। ২০১৮-১৯ চ্যাম্পিয়নস লিগের মৌসুমসেরা মিডফিল্ডারও হয়েছিলেন ডি ইয়ং। তাঁকে এ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে দেখারও সম্ভাবনা জেগেছিল। পেপ গার্দিওলার চোখ ছিল ডি ইয়ংয়ের ওপর। কিন্তু সিটি তাঁদের কোচের কথা শোনেনি। নেদারল্যান্ডসের কোচ রোনাল্ড কোম্যানই এর আগে জানিয়েছিলেন জাতীয় দলে তাঁর শিষ্যকে নিয়ে আগ্রহ ছিল সিটি কোচের, 'দুটো নাম নিয়ে আমরা কথা বলেছিফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং ও ম্যাথিয়াস ডি লিট।'

কোহলিকে তার দশকের টেস্ট দলের অধিনায়ক করলেন পন্টিং

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিরাট কোহলিকে দলের অধিনায়ক করে সোমবার অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং দশকের টেস্ট দল ঘোষণা করেছেন। পন্টিং এই দশকের টি-২০ দলেরও ঘোষণা করেছেন, যার মধ্যে তিনজন অস্ট্রেলিয়ান - ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথ এবং নাথান লিয়ন রয়েছেন। পন্টিংয়ের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান দল ২০০৩ এবং ২০০৭ সালে টানা দুটি বিশ্বকাপ জয় করেছিল। তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পন্টিং টুইট করেছেন, 'বেশিরভাগ কিংবদন্তি ক্রিকেটাররা তারা দল নির্বাচন করছেন, তাই আমি ভেবেছিলাম আমি এই তালিকায় যোগ দেব। টেস্ট দল হবে: ডেভিড ওয়ার্নার, অ্যালিস্টার কুক, কেন উইলিয়ামসন, স্টিভ স্মিথ, বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), কুমার সাঙ্গাকারা (উইকেটরক্ষক), বেন স্টোকস, ডেল স্টেইন, নাথান লিয়ন, স্টুয়ার্ট ব্রড এবং জেমস অ্যান্ডারসন।'

পাকিস্তান সফরে বাংলাদেশের অনীহায় ভারতের হাত?

পাকিস্তান সফরে গিয়ে টেস্ট নয়, কেবল টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে চায় বাংলাদেশ। সফর নিয়ে এ অনীহার পেছনে ভারতের হাত দেখছেন কেউ কেউ।পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। একসঙ্গে টানা সফর না করে প্রথমে টি-টোয়েন্টি সিরিজটা খেলে আসতে চায় বাংলাদেশ। টেস্ট সিরিজের জন্য প্রথমে নিরপেক্ষ ভেন্যুর প্রস্তাব দিলেও বিসিবি পরে অবস্থান কিছুটা পাল্টেছে।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের সময় দেশটির নিরাপত্তা পরিস্থিতি বোঝার পরই টেস্ট সিরিজ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চায় তারা।পাকিস্তান সফরে বাংলাদেশের অনীহার মূল কারণ দেশটির নিরাপত্তা পরিস্থিতি হলেও পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটারেরা বিষয়টিকে দেখছেন অন্যভাবে। রশিদ খানের যেমন সন্দেহ, এতে ভারতের হাত থাকতে পারে। পাকিস্তানের সাবেক এই ক্রিকেটার দেশটির দৈনিক এক্সপ্রেস ট্রিবিউনকে বলেছেন, 'বাংলাদেশ যদি টেস্ট খেলতে পাকিস্তানে আসে, তাহলে ভারতের সমস্যা। কারণ, এই সিরিজে পাকিস্তানের জেতার সম্ভাবনা বেশি। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় তখন ভারত ও পাকিস্তানের ব্যবধান কমে আসবে। এটা চায় না ভারত। আমি মনে করি আইসিসির উচিত বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করা, যাতে সফরটা ঠিকভাবে হয়।'

সাবেক উইকেটরক্ষক ওয়াসিম বারি পাকিস্তানে টেস্ট সিরিজ খেলতে না গেলে বাংলাদেশেরই ক্ষতি দেখছেন, 'আমি বুঝতে পারছি না কেন বাংলাদেশ পাকিস্তানে এসে টেস্ট খেলতে চাচ্ছে না!

এতে তারাই তো আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট খোয়াবে। এতে তাদেরই ক্ষতি। আশা করি বাংলাদেশ পাকিস্তান সফরে আসবে।২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের ওপর সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে প্রায় ১০ বছর টেস্ট ক্রিকেট হয়নি পাকিস্তানে। এ মাসে সেই শ্রীলঙ্কাই গত এক দশকে প্রথম দল হিসেবে পাকিস্তানের মাটিতে টেস্ট খেলেছে।

রাওয়ালপিন্ডি ও করাচিতে কড়া নিরাপত্তাই দেওয়া হয়েছে তাদের। তবে বিসিবির আপত্তির জায়গাটা ভিন্ন। সৈন্য-সামন্ত পরিবেষ্টিত ক্রিকেটে আর যা—ই হোক খেলার মেজাজটাই যে থাকে না!

শেফিল্ড ইউনাইটেডকে হারিয়ে তৃতীয়স্থানে উঠল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রিমিয়র লিগে লিগ টেবিলের তৃতীয়স্থান আপাতত নিশ্চিত করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ঘরের মাঠে বছরের শেষ ম্যাচে শেফিল্ড ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে পরাজিত করল সিটি। চলতি প্রিমিয়র লিগে এটি তাদের ১৩ নম্বর জয়। তবে সার্বিকভাবে গুয়ার্দিওলার কোচিংয়ে এটি ম্যান সিটির ১০০তম প্রিমিয়র লিগ ম্যাচ জয়। শেফিল্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথমার্ধ গোল শূন্য থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে সিটির হয়ে দু'টি গোল করেন যথাক্রমে সার্জিও আগুয়েরো ও কেভিন ডি'ব্রুইন। শেফিল্ডের হয়ে প্রথমার্ধেই সিটির জালে বল জড়িয়েছিলেন মউসেট। তবে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে রেফারি অফ-সাইড ঘোষণা করায় গোল বাতিল হয়। না হলে ঘরের মাঠে প্রথমার্ধেই গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়তে হতো গুয়ার্দিওলাদের। এই জয়ের সুবাদে ২০ ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সংগৃহীত পয়েন্ট দাঁড়ায় ৪১। তারা আপাতত লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা লেস্টারের থেকে মাত্র ১ পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছে গুয়ার্দিওলার দল। শেফিল্ড ২০ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে ৮ নম্বরে নেমে যায়। অথচ জিতলে পাঁচ নম্বরে উঠে আসার সুযোগ ছিল শেফিল্ডের সামনে।

প্রিমিয়র লিগে জয় দিয়ে বছর শেষ করল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড

বার্নলি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রিমিয়র লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচে দাপুটে জয় দিয়ে বছর শেষ করল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। বার্নলি এফসিকে তাদের ঘরের মাঠে ২-০ গোল পরাজিত করল রেড ডেভিলসরা। ম্যাচের দুই অর্ধে ম্যাঞ্চেস্টারের হয়ে গোল করেন অ্যান্থনী মার্শাল ও মার্কাস রাশফোর্ড। ওয়াটফোর্ডের কাছে শেষ অ্যাওয়ে ম্যাচে হারের পর ঘরের মাঠে নিউক্যাশলের বিরুদ্ধে বড় জয় পেয়েছিল ম্যান ইউ। সেই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়ে বার্নলির বিরুদ্ধে জয় তুলে নিল তারা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত সেপ্টেম্বরের পর এই প্রথম লিগের ম্যাচে কোনও গোল না খেয়ে ম্যাচ জিতল ইউনাইটেড। শেষবার তারা ঘরের মাঠে লেস্টারকে ১-০ গোলে হারিয়েছিল। এই জয়ের ফলে ২০ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের পাঁচ নম্বরে উঠে এল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

CANCELLATION ORDER

The Press Notice Inviting Tender No. e-PT-X1V/EE/RD/STB/2019- 20,Dated:29.11.2019 Sz. DNIT NO-58/EE/RD/STB/DNIT/I 9-20 Dt- 29/11/19 which was floated for the purpose of various construction works under the Jurisdiction of RD Santirbazar Division has been cancelled due to no bidder participated in the online tendering system. Accordingly, the above mentioned e-tender are hereby cancelled in order to re-tender again.

Executive Engine RD
Santirbazar Division
Santirbazar South Tripura

ICA/C-2034/2019-20

No.F.1(3-14)/PD/DRDA/KHW/Audit/2012-13/16219
Dated, Khowai, The 20th December, 2019

NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation in sealed cover is invited the NIQ vide No.F.1(3-14)/PD/DRDA/KHW/Audit/ 2012-13/16208-18 & dated, 20.12.2019 from the interested Chartered Accountants Firms of India for conducting of audit of Interest Money Account/ Miscellaneous Account/ DRDA Administration Scheme under DRDA, Khowai District, Khowai for the financial year 2018-19 (i.e. 01.04.2018 to 31.03.2019). Last date for dropping Quotation on 31.12.2019 upto 3.00 PM. The terms & condition of Quotation can be seen in the Notice Board of the office the DM & Collector, Khowai District, Khowai and also available in the website of `Ichowai.nic.in'. The NIQ will be opened on 31.12.2019 at 3.30 PM, if possible.

(P. Chakraborty, IAS)
Chief Executive Officer,
(District Magistrate &
Collector), District Rural
Development Agency
Khowai District :: Khowai

ICA/C-2047/2019-20

PNIeT No. e-PT-XIX/EE/RD/STB/2019-20. Dated-26/12/2019

On behalf of the 'Governor of Tripui3 the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate e-tender in up to 3.00 P.M. on 10/01/2020 for upgradation of 4(Four) nos Health Sub Centre at various location under RD Santirbazar Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9612690107 17005841976 Any subsequeAt corrigendum wili be available in the website only

Execu nginee
RD Santirbazar
Division Santirbazar,
South Tripura

ICA/C-2038/2019-20

NOTICE

Hon'ble Chief Minister launched portal "rera.tripura.gov.in" of Tripura-Real Estate Regulatory Authority (T-RERA) on 27t" December 2019, for online registration of all the real estate projects in Tripura after commencement of the Real Estate (Regulation & Development)Act- 2016. Hence all the Developers / Promoters / Contractors / Builders in Tripura who have undertaken Real Estate Projects for residential or commercial use such as residence, office, shop, showroom or go-down or for carrying on any business, occupation, profession or trade etc with land more than 500 sq meter and minimum eight flats, which are commenced from 26th March 2016 onwards, shall have to register their real estate projects with Tripura- Real Estate Regulatory Authority (TAiERA)wittlin_312Llanuary 2020. Also all the Real Estate Agents shall have to register themselves with Tripura-Real Estate Regulatory Authority (T-RERA) within 31st January 2020. Application for registration shall be done only online through the portal "rera.tripura.gov.in". Requisite fees have to be paid online through payment gateway. Certificate of Registration shall also be issued online with the digital signature of the Authority. Non compliance of the provisions of Real Estate (Regulation and Development) Act 2016 is punishable with penalty or imprisonment for a term which may extend to three years as per the section 59 of the Act. All the Banks and Financial Institutions are hereby requested not to approve any loan or finance to Developers / Promoters / Contractors / Builders whose real estate projects have not been registered with Tripura-Real Estate Regulatory Authority (T-RERA). For any queries the Developers / Promoters / Contractors / Builders / Real Estate Agents may contact Directorate of Urban Development, Government of Tripura on, 0381-2329301 or through e-mail "directorurbantripura@gmail.com" .

(Dr. Milind amteke IAS)
Director
Urban Development Department
Government of Tripura

ICA/D-1483/2019-20

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO 12/EE-JRN/2019-20 Dt. 16/12/2019

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B), Jirania, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender online for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND	OF OPENING OF TECHNICAL	DOWNLOADING AND BIDING AT	CLASS OF BIDDER
1	Providing of cross drainage(03 Nos) with spun pipe culvert at driving test track and range for IDTR, Jirania(2nd Call). DNIe-TNo.13/R/DNIe-T/EE-JRN/ 2019-20	Rs.10,53,032.00	Rs.10,530.00	01(One) months	Up to15:00 Hrs on 06/01/2020	At 15:30 Hrs on 06/01/2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. w.e.f 16/12/2019 to 06/01/2020 and last date of downloading and submission of bid is 06/01/2020

Executive Engineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura

ICA/C-2051/2019-20

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

৮ জানুয়ারী ধর্মঘটের সমর্থনে এসইউসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। ৮ জানুয়ারী ২০২০ইং ১২ দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলি সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের যে ডাক দিয়েছে তার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এসইউসিআই(সি) দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাষ ঘোষ এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, আমাদের দল এসইউসিআই(সি) বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেটদের স্বার্থে পরিচালিত সকল শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১২ দফা দাবিতে ৮ জানুয়ারি ২০২০ইং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির দেশব্যাপী যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে তাকে পূর্ণাঙ্গ সমর্থন জানাচ্ছে। সাথে সাথে আমরা আরও দাবি জানাচ্ছি ঃ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে তৈরি এনআরসি সিএএ এনপিআর বাতিল করতে হবে। এনআরসিসি সিএএ বিরোধী আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে, আন্দোলনে পুলিশের বর্বর আক্রমণের আহত ও নিহত হবার ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি প্রদান করতে হবে এবং আহত ও নিহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করে সকল অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে। বেকারদের স্থায়ী চাকুরী দিতে হবে এবং ছাটাই কর্মীদের পুর্নবহাল করতে হবে। কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য, কমদামে চাষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান এবং সকল প্রকার ঋণ মুকুব করতে হবে সহ ইত্যাদি।

উত্তর প্রদেশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে গাড়ি, মৃত্যু ৬ জনের

গৌতম বুদ্ধ নগর (উত্তর প্রদেশ), ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে খালে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। রবিবার রাতের ভয়াবহ এই গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জন যাত্রীর। এছাড়াও কমপক্ষে ৫ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। গৌতম বুদ্ধ নগর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার রাতে সম্ভল থেকে দিল্লি অভিমুখে যাচ্ছিল যাত্রীবাহী একটি গাড়ি। রাতের অন্ধকারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে খালে পড়ে যায় ওই গাড়িটি।

দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৬ জন যাত্রীর। বাকি ৫ জন যাত্রীকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-মাল্লু (১২), নীরেশ (১৭), মহেশ (৩৫), নেত্রপাল (৪০), কিশানলাল (৫০), রাম খিলারি (৭৫)। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, দৃশ্যমানতার অভাবেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। তখনই খালে পড়ে যায় গাড়িটি।

সোমবার মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় আগরতলা পুর নিগম অবৈধ দখলদারী মুক্ত করতে অভিযান চালায়। ছবি- নিজস্ব।

গ্রামের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবেন গ্রামের মানুষই : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ ডিসেম্বর ।। রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, হিন্দ, মুসলিম, খিস্টান, বুদ্ধিষ্ট সহ সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষের সার্বিক বিকাশে সরকার কাজ করছে। এই সরকারের সময়ে মানুষ স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে। আজ বিকেলে বক্সনগর ব্লক প্রাঙ্গণে গ্রাম স্বরাজ অভিযান ২০১৯-এর উদ্বোধন করে মুখ্যমী একথাগুলি বলেন। বক্সনগর ব্লক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমী উজ্জ্বলা যোজনা, প্রধানমী জনআরোগ্য যোজনা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী এলাকার সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটি পাওয়ারটিলার, বিভিন্ন যপাতি বা বিভিন্ন কার্ড দিয়েই রাজ্যের পরিবর্তন হবে না। গ্রাম স্বরাজের কথা প্রথম বলেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার গ্রাম ও শহরের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা রাজ্যের প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আগামীদিনে গ্রামের উন্নয়নে আরও কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হবে তা গ্রামের মানুষই পঞ্চায়েতে বসে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী সরকারের সময়ে বিভিন্ন সামগ্রী বা সুযোগ সুবিধা মানুষকে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হতো। এখন তা খুব দ্রত সম্পন্ন করা হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প এবং এম জি এন রেগায় গৃহীত কর্মসূচি সফলতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে ১৩টি পুরস্কার দিয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গ্রামের কৃষকদের থেকে সহায়ক মূল্যে ধান কেনা হচ্ছে। রাজ্যে পি ও এস মেশিনের মাধ্যমে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। রাজ্যের বেকারদের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমী বলেন, রাজ্য সরকার আগামীদিনে ১৬ হাজার বেকারকে চাকরি দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দপ্তরে ২৫০০ বেকারকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। আগামীদিনে টি এস আর-এ কর্মী নিয়োগ করা হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও রকম রাজনৈতিক রঙ বাছাই করা হয় না। যোগ্যতা অনুযায়ী বেকাররা চাকরি পাবেন। মুখ্যমী বলেন, এই সরকার কৃষকদের সরকার, জনগণের সরকার। এই সরকারের কাছে আন্দোলন করতে হবে না। জনগণের কি চাহিদা রয়েছে সরকার সেটা অনুভব করে। আগামী তিন বছরের মধ্যে রাজ্যকে স্বয়ংসম্পর্ণ করতে রাজ্যের জনগণকে সরকারের পাশে থাকতে তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজমদার কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি উল্লেখ করে সবগুলি প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, সমাজসেবী দেববত ভট্টাচার্য এবং সুভাষ চন্দ্র সাহা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জয় সরকার। স্বাগত ভাষণ দেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া। সোনামুড়ার মহকুমাশাসক সুবত মজমদার, বক্সনগরের বিডিও ডি এস রায়ও উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে ২২টি দপ্তরের প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ স্টলগুলি ঘুরে দেখেন। অনুষ্ঠানে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে মুখ্যমীকে মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়।

আমরা বাঙালির আন্দোলন সূচি গৃহীত নেতৃত্বে এলেন গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। আমরা বাঙালি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য তথা দেশ বর্তমানে এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে বেকারত্বে দেশ এখন শীর্ষ স্থানে বলে দাবি করা হয়েছে। দেশের মুদ্রাভান্ডার ও জিডিপি এখন তলানীতে (৪.৫মাত্র)। অপুষ্টি ও হাঙ্গার ইন্ডেকেশ বিশ্বের মধ্যে ভারতের অবস্থান বর্তমানে শোচনীয়। ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার মূল্যমান স্মরনাতীত কালের মধ্যে সবচেয়ে কম। এক কথায় ভারতের অর্থনীতির হাল এখন পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলংকা বা বাংলাদেশের মতো দেশের চেয়েও খারাপ যা অভাবনীয়। বিপরীতে ক্রমবর্ধমান নীরি নির্যাতনের মতো অপরাধ প্রবন ঘটনা ও আকাশছোয়া দ্রব্য মূল্যের জন্যে মানুষের এখন নাভিশ্বাস হওয়ার উপক্রম। অথচ রাজ্যে বা কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের আগে বিজেপি জনগণেড সমানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দেশের সমস্ত কালোটাকা উদ্ধার করে তাত বিলিয়ে দেওয়া হবে। ত্রিপুরার ঘরে ঘরে মিসকলে চাকুরী হবে, গোটা দেশে বছরে দুকোটি আরো কতকি। কার্যক্ষেত্রে তা বিজেপি উল্লেখিত

ছয়ের পাতায় দেখুন

দক্ষিণ মেক্সিকোতে ভ্যান-গাড়ির সংঘর্ষ, পর্যটক-সহ মৃত্যু ১১ জনের

মেক্সিকো সিটি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ মেক্সিকোতে ভ্যান ও গাড়ির সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ১১ জনেরউ এছাড়াও কমপক্ষে ৭ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। হতাহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পর্যটকও রয়েছেনউ স্থানীয় সময় অনুযায়ী রবিবার দক্ষিণ মেক্সিকোর চিয়াপাস স্টেটে হাইওয়ের উপর সংঘর্ষ হয় ভ্যান ও গাড়িরউ জোরালো সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনেরউ এছাড়াও ৭ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

চিয়াপাস স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল-এর অফিস থেকে বিবৃতি মারফত জানানো হয়েছে, রবিবার ওকোজোকোউতলা -আররিয়াগা হাইওয়ের উপর সংঘর্ষ হয় যাত্রীবাহী একটি ভ্যান ও গাড়িরউ সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই জোরালো ছিল ভ্যান ও গাড়িটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়উ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে পর্যটক-সহ ১১ জনেরউ গুরুতর আহত অবস্থায় ৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ফের মহার্ঘ্য পেট্রোল-ডিজেল

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): বছর-শেষে ফের রেকর্ড গড়ল পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য। রবিবারের তুলনায় সোমবার আরও দামি হল জ্বালানি তেল। দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে একধাক্কায় আরও মহার্ঘ্য হল পেট্রোল-ডিজেল। কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ০.১৬ পয়সা। ডিজেলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ০.১৮ পয়সা। দাম বাড়ার পর কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম এখন ৭৭.৭০ টাকা। ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৭০.২০ টাকা।

কলকাতার পাশাপাশি মধ্যরাত

ছয়ের পাতায় দেখুন

ফিরে দেখা ত্রিপুরা-২০১৯

আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে কেটেছে একটি বছর। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক চর্চা হয়েছে বছরভর। হিন্দুস্থান সমাচারের চোখে ধরা পরা কিছু বিশেষ ঘটনাবলি স্মৃতির অতল থেকে তোলে আনা হয়েছে।

৫ জানুয়ারি : আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ পৃষ্ঠাপ্রমুখ সম্মেলনে অংশ নেন।

৮ জানুয়ারি : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে নেসো-র উত্তর-পূর্বাঞ্চল বনধে ত্রিপুরায় মাধববাড়িতে উৎশৃঙ্খল পিকেটারদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। এতে ছয়জন আহত হন। আহতদের মধ্যে একজনের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল।

১২ জানুয়ারি : মাধববাড়ি গুলিকাণ্ডে বিভিন্ন উপজাতি আঞ্চলিক দল এডিসিতে ১২ ঘণ্টার বনধ পালন করেছিল।

১৪ জানুয়ারি : ত্রিপুরা সরকার ২৩৯ জন আত্মসমর্পণকারী বৈরির বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করেছে।

১৭ জানুয়ারি : পঞ্চদশ অর্থ কমিশন ত্রিপুরা সফরে আসে।

২১ জানুয়ারি : ইন্দো-বাংলা ত্রিপুরা সীমান্তে জিরো পয়েন্টে ৩১ জন রোহিঙ্গা অবস্থান নিয়েছিল। তারা কাশ্মীর থেকে বাংলাদেশ দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে চেয়েছিল।

২৬ জানুয়ারি : রসম বাদক থাঙ্গা ডারলং-কে পদ্মশ্রী সম্মান।

৩ ফেব্রুয়ারি : আগরতলায় এনএলএফটি-র জন্য ট্রাইবুনাল কোর্ট বসে।

৯ ফেব্রুয়ারি : ত্রিপুরার ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দিন। আগরতলা বিমানবন্দরকে মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্য নামাকরণ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিমানবন্দরে মহারাজা বীরবিক্রমের মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি : ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব পান রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন।

৫ মার্চ : জামাত-উল-মুজাহিদিন জঙ্গি নাজির শেখ এডি নগরে গ্রেফতার।

১৯ মার্চ : লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থীপদ নিয়ে মতানৈক্য। বিজেপি ছেড়ে পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দেন সুবল ভৌমিক।

১৯ মে : আইপিএফটি বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় ধর্ষণের মামলা।

২৩ মে : লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রথমবার দুটি আসনেই বিজেপি প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী জন। পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে রেবতিমোহন ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে প্রতিমা ভৌমিক জয়ী হন। ত্রিপুরা থেকে প্রথম মহিলা হিসেবে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন প্রতিমা ভৌমিক।

৩১ মে : মন্ত্রীপদ খোয়ালেন সুদীপ রায়বর্মন। তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়ে তাঁর দফতরগুলি মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে বণ্টন করা হয়।

৯ জুন : রোজভ্যালি মামলা সিবিআই-কে হস্তান্তরে সুপারিশ।

১০ জুন : চাপের মুখে অভিযোগকারিণীকে বিয়ে করলেন ধর্ষণে অভিযুক্ত আইপিএফটি বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা।

১৪ জুন : মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে কুৎসা রটনার অভিযোগে ত্রিপুরার ছেলে অনুপম পালকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

২২ জুন : গোমতি জেলায় ১ মিনিটে ৬,৫০০ বৃক্ষরোপণ করে ইতিহাস গড়লেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

২৭ জুন : ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা।

১৩ জুলাই : ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে ৮৫ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিজেপি।

২৭ জুলাই : ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

২৯ জুলাই : নতুন রাজ্যপাল হিসেবে রমেশ বাইশ শপথ নেন।

৩০ জুলাই : তিন তালাক বিল রাজ্যসভায় পাস হওয়ায় আগরতলায় অভিনন্দন রেলি।

১৩ আগস্ট : অস্ত্র০সহ ৮৮ জন এনএলএফটি জঙ্গির আত্মসমর্পণ।

২২ আগস্ট : দুর্নীতি মামলায় ভিজিল্যান্সের জেরার মুখোমুখি প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বর্তমান সিপিএম বিধায়ক বাদল চৌধুরী।

২৪ আগস্ট : পত্রিকা অফিসে হামলার অভিযোগে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মতি কাপুরকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

৬ সেপ্টেম্বর : ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে দিল্লিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত।

৬ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক ত্রিপুরা সফরে আসেন।

৮ সেপ্টেম্বর : দুর্নীতির অভিযোগে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে ইস্তফা ভিএল ধারুরকরের।

২৭ সেপ্টেম্বর : ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক দেবালয়ে বলি নিষিদ্ধের রায়।

৩ অক্টোবর : ব্রু শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু।

১৩ অক্টোবর : ভিজিলেন্স রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বর্তমান সিপিএম বিধায়ক বাদল চৌধুরী, পূর্ত দফতরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ইন-চিফ সুনীল ভৌমিক এবং প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিংহের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দায়ের করে ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

১৪ অক্টোবর : দুর্নীতি মামলায় পূর্ত দফতরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ইন-চিফ সুনীল ভৌমিককে গ্রেফতার করে ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

২২ অক্টোবর : দুর্নীতি মামলায় পলাতক প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বিধায়ক বাদল চৌধুরী অসুস্থ হয়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি হলে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।

৩১ অক্টোবর : বিনামূল্যে রেশন এবং নগদ আর্থিক সহায়তা পুনরায় চালু করার দাবিতে অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধে বসেন ব্রু শরণার্থীরা।

১ নভেম্বর : ৩৬ বছর পুরনো বিধায়ক পরিমল সাহা হত্যা মামলায় ১২ জনের যাবজ্জীবন বহাল রাখে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। একই দণ্ডে দণ্ডিত একজন বেকসুর খালাস।

৩ নভেম্বর : মানুষের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এবং তাঁদের সমস্যা জানার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে খবর নেওয়া শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে জনৈক গৃহস্থের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজন সারেন তিনি।

৭ নভেম্বর : বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ এবং নগদ আর্থিক সহায়তা চালু সংক্রান্ত ত্রিপুরা সরকারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করেন ব্রু শরণার্থীরা। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁদের বিনামূল্যে রেশন ত্রিপুরা সরকার নিজস্ব কোষাগার থেকে বণ্টনের ঘোষণা করে। পরবর্তী সময়ে ওই সময়সীমা বাড়িয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

৭ নভেম্বর : শিক্ষক পদে ৫৫৭টি অফার ছেড়েছে ত্রিপুরা সরকার।

৮ নভেম্বর : পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী তথা বিধায়ক বাদল চৌধুরীর জেল হেফাজত।

৮ নভেম্বর : দেবালয়ে পশু বলি বন্ধে ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের।

৮ নভেম্বর : বিচারপতি অকিল কুরেশি ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত।

১৩ নভেম্বর : সাংবাদিক সুদীপ দত্তভৌমিক হত্যাকাণ্ডে সিবিআই টিএসআর-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট সর্বানন্দ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে।

১৬ নভেম্বর : ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন জাস্টিস আকিল কুরেশি।

১৯ নভেম্বর : ত্রিপুরায় এটিএম হ্যাকের দায়ে তুরস্ক ও বাংলাদেশের ৪ জন গ্রেফতার কলকাতায়।

২৩ নভেম্বর : ঋণের জ্বালায় দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে হত্যার পর আত্মঘাতী দম্পতি।

২৭ নভেম্বর : মহিলাকে অ্যাসিড নিক্ষেপের দায়ে আসামীর দশ বছরের কারাবাস।

৩০ নভেম্বর : পেঁয়াজের দাম ১০০ টাকায় পৌঁছে।

৩ ডিসেম্বর : অনুশীলনে ক্রিকেটারের মৃত্যু।

৪ ডিসেম্বর : জনজাতি উন্নয়নে ৮,৮০২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার বিশেষ প্যাকেজে মন্ত্রিসভার অনুমোদন।

৮ ডিসেম্বর : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় ১২ ঘণ্টার ত্রিপুরা বনধ আহ্বান আইপিএফটি-র।

৯ ডিসেম্বর : এককালীন ছাড় দিয়ে টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১,১৯৪ জন।

১২ ডিসেম্বর : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় সংযুক্ত কমিটির অনির্দিষ্টকালের বনধ মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে প্রত্যাহার।

১৮ ডিসেম্বর : ত্রিপুরায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তি জারি।

১৮ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে যান দুর্ঘটনায় বিএড পড়ুয়া ত্রিপুরার দুই ছাত্রীর মৃত্যু।

২৪ ডিসেম্বর : আনন্দবাজারে আক্রান্ত বাঙালি উদ্বাস্তুদের সাথে দেখা করে মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন।

২৪ ডিসেম্বর : গভীর রাতে গাছ পাচারের সময় বনদস্যুদের হাতেনাতে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী।

২৫ ডিসেম্বর : আইপিএফটি বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা।

গ্রেটার নয়ডায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে যাত্রীবাহী গাড়ি, মৃত্যু ৬ জনের

নয়ডা (উত্তর প্রদেশ), ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার গ্রেটার নয়ডায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে খালে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। রবিবার রাতের ভয়াবহ এই গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই নাবালক-সহ ৬ জন যাত্রীর। এছাড়াও কমপক্ষে ৫ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার রাতে সম্ভল জেলা থেকে দিল্লি অভিমুখে যাচ্ছিল যাত্রীবাহী একটি গাড়ি। রাতের অন্ধকার ও দৃশ্যমানতার অভাবে, ১১.৩০ মিনিট নাগাদ গ্রেটার নয়ডার ডানকৌর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে খালে পড়ে যায় ওই গাড়িটি। ওই গাড়িতে ১১ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবাই গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে সবাইকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

তাঁদের মধ্যে ৬ জনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। বাকি পাঁচ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, কুয়াশার জেরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন চালক। দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-মাল্লু (১২), নীরেশ (১৭), মহেশ (৩৫), নেত্রপাল (৪০), কিশানলাল (৫০), রাম খিলারি (৭৫)। নিহতদের প্রত্যেকের বাড়ি সম্ভল জেলায়। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গাড়ি দুর্ঘটনায় ৬ জনের-অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর (সিএমও) থেকে বিবৃতি মারফত জানানো হয়েছে, ''গ্রেটার নয়ডার ডানকৌর এলাকায় গাড়ি দুর্ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।'' একইসঙ্গে দুর্ঘটনা হ্রাস করতে জেলাশাসক এবং উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।